প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৯ ❖ ২০-২৬ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

ধর্মশিক্ষা কার্যক্রম এবং বর্তমান বাস্তবতা

প্রভু যিশুখ্রিস্টের জীবন, খ্রিস্টমণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার প্রাণ

কাথলিক খ্রিস্টধর্ম শিক্ষাদানে সন্ন্যাসব্রতীর ভূমিকা

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

"সে যে ছিল মোদের আপনজন
তারি তরে কাঁদে ব্যাকুল মন"

বছর ঘুরে ফিরে এলো দুঃখ ভরাক্রান্ত সেই দিন (২১ আগস্ট)। এই দিনে মা আমরা তোমাকে হারিয়েছি চিরকালের মতো। তোমাকে হারিয়ে আজ আমরা নিঃস্ব রিক্ত। বড়ই অসহায় আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাপন।

তোমার অসীম স্নেহ-ভালোবাসার অভাব আমরা অনুভব করছি প্রতিনিয়ত। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর মা, আমরা যেন তোমার আর্দশ জীবনে ধারণ করে সুখী হতে পারি। পরম করুনাময় ঈশ্বর তোমার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন।

প্রয়াত মেরী পিনেরো

জন্ম: ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২১ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
ছেলে ও মেয়েরা

বিজ্ঞ-২৪৯/২৩

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ৪০০ টাকা

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৩২টি দেশে গ্রাহক সেবা প্রদান করছে। আপনাদের আমরা একজন নিয়মিত গ্রাহক হিসেবে পেয়ে খুবই গর্ববোধ করছি।

বাংলাদেশের সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদার পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে, যা না হলেই নয়। আপনারা জানেন, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর একমাত্র জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা। এর পথচলা বর্তমানে ৮৩ বছরের। এতো প্রাচীন পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশে গ্রাহক হিসেবে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সব সময়ই সময়ের চাহিদা অনুসারে আপনাদের হাতের কাছে পৌঁছে থাকে। পত্রিকা প্রকাশে আপনাদের অবদানের পাশাপাশি এর খরচের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। দিনদিন এর খরচের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী তার নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত, কোন অনুদানের উপর নির্ভর করে পত্রিকা প্রকাশ করা হয় না।

একজন গ্রাহকের পিছনে প্রতি সপ্তাহে এক কপির জন্যে প্রায় ২০ টাকা খরচ হয়। বছরে প্রায় ৪৪টি সাধারণ সংখ্যা, একটি ইস্টার সংখ্যা ও একটি বড়দিনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ একজন গ্রাহকের পিছনে খরচ হয় ৮৮০ টাকা (এখানে কর্মীর বেতন ও অফিস এডমিনিস্ট্রেশন খরচ ধরা হয়নি)। আপনারা বর্তমানে দিচ্ছেন ৩০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি কপির জন্যে প্রায় ৬টাকা, এর মধ্যে পাচ্ছেন ১০০ টাকার বড়দিন ও ৩০ টাকার ইস্টার সংখ্যা, বাকী ১৩ টাকা প্রতি সপ্তাহে প্রতি কপির জন্যে ভর্তুকি বহন করতে হয় প্রতিবেশীকেই, যা বছর শেষে একজন গ্রাহকের পিছনে ভর্তুতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫৭২ টাকা। তবে বিজ্ঞাপন বাবদ যে আয় হয় তা সামান্যই ব্যয় কমাতে সাহায্য করে। আবার অনেক গ্রাহক রয়েছেন যারা নিয়মিত গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করেন না।

তাই ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক প্রতিবেশীকে গতিশীল ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ জানুয়ারি হতে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা এই প্রতিবেশীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, লালন-পালন করা, আমার আপনার সকলের দায়িত্ব।

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু
সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ২৯
২০ - ২৬ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
৫ - ১১ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদকীয়

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধে শিক্ষা লাভ করে মানব কল্যাণে ব্রতী হও

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এটা সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃত। শত শত বছর ধরে কাথলিক মণ্ডলী খ্রিস্টবাণী প্রচারের পাশাপাশি বিশ্বস্তভাবে শিক্ষাসেবাও প্রচার করে আসছে। এই শিক্ষাসেবা মণ্ডলীর পরিচিতিকে অত্যন্ত জোরালো করেছে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার জন্য কাথলিক মণ্ডলী ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার 'খ্রিস্টীয় শিক্ষা' দলিলে সাধারণ, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু খ্রিস্টান শিশু-কিশোরদের ধর্মীয়, নৈতিক ও সাধারণ শিক্ষাসেবাকে আরও বেগবান, বাস্তবসম্মত ও ফলপ্রসূ করা প্রয়োজন রয়েছে।

জ্ঞান অন্বেষণ ও প্রগতিশীলতা মানবের স্বকীয় আদিম বৈশিষ্ট্য। সেই লক্ষ্যে মানুষকে সামাজিকভাবে শিক্ষিত করার উদ্দেশে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। যিশুখ্রিস্ট তাঁর শেষ আদেশে বলেছেন,"যাও শিক্ষা দাও, মঙ্গলবাণী প্রচার কর, পিতা-পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে সকলকে দীক্ষিত কর।" এই আদেশের উপর ভিত্তি করে যুগে যুগে অসংখ্য মিশন আর মিশনারী সংঘ সমিতি গড়ে ওঠে। দূরবর্তী দেশে প্রেরণকর্মের জন্য জীবন উৎসর্গকারী হাজারো মিশনারী নানা বাঁধা বিপত্তি ঠেলে, জীবন বিপন্ন করে হলেও মাণ্ডলিক শিক্ষাকে নিয়ে গেছেন এক অনন্য আদর্শিক উচ্চতায় আর সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে। আজ পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার গতিশীল প্রবাহ। তাই বাস্তব প্রয়োজনের নিরিখে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় সবচেয়ে বেশি। "মানবিক গুণাবলী বিকাশে শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা" এ বিষয়ে শিক্ষা সম্মেলন হয়েছে। এমনি আরও অনেক প্রচেষ্টা চলছে খ্রিস্টের শিক্ষা ও মূল্যবোধ জোরদার করতে। যেন মানবীয় গুণাবলী ও মিলনময় মানবিকতায় শিক্ষিত হতে পারে শিক্ষার্থীরা।

একাধিক জাতিগোষ্ঠী, সংস্কৃতি, ধর্ম, কৃষ্টিতে সমৃদ্ধ এই বাংলাদেশে কাথলিক মিশনারীগণ শিক্ষা সেবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন, তাদের জীবনাদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ করেছেন। গড়ে তুলেছেন অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সমাজের মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো জ্বালাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কত শত শিক্ষার্থী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাদের মেধার স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাদের যথেষ্ট অবদান ছিল এবং বর্তমানেও আছে। বর্তমান ডিজিটাল স্মার্ট যুগে শিক্ষার দ্বার নানাভাবে উন্মুক্ত। যোগাযোগ মাধ্যমেও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। পৃথিবীর সবকিছু এখন হাতের মুঠোয়। একারণেই পিতা-মাতাদের সচেতন হতে হবে তাদের সন্তানেরা যেন ইন্টারনেট, ফেইসবুকের কবলে অতিরিক্ত আসক্ত হয়ে না পড়ে। সুশিক্ষাই সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ শিক্ষায় সমাজ ও দেশকে প্রগতির পথ দেখায়, শিক্ষার্থীর চরিত্র ও সুকুমার বৃত্তির বিকাশে সহায়তা করে। খ্রিস্টীয় শিক্ষা মণ্ডলীর প্রেরণকাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, মঙ্গলবাণী ঘোষণার অন্যতম উপায়। মানব ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ গঠনে মানুষের মানবিক, নৈতিক, আত্মিক গঠনের উদ্দেশেই কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়োজিত। তবে প্রাক শৈশব শিক্ষা ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা মানব জীবনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরা শিশুকাল থেকেই বাবা-মার কাছে ধর্ম, সামাজিকতা, আচার-ব্যবহার শিক্ষা লাভ করে। একসাথে সান্ধ্যপ্রার্থনা, শ্রদ্ধাবোধ এসবই পরিবার থেকেই শিক্ষার শুরু। তাই পরিবার হল পৃথিবীর প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরিবার থেকেই শিশু প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে এবং পারিপার্শ্বিক জ্ঞান লাভ করে থাকে। পরিবারেই সন্তানদের গঠন ও বিশ্বাসের লালন হয়। পিতামাতাই তাদের সন্তানদের মাঝে জীবনাহ্বানের বীজ বপন করে থাকে। এজন্য পরিবারকে বলা হয় 'গৃহমণ্ডলী।'

মূল্যবোধকে মানব জীবনের লক্ষ্য ও মানব সভ্যতার মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই শিক্ষা জীবনে শৃংখলাবোধ, সম্মান, সততা, নিয়মানুবর্তিতা, সাম্যতা, নায্যতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রভৃতি মূল্যবোধগুলো প্রয়োজন। কারণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হল শিক্ষার্থীদের মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। বর্তমান বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্মুক্ত তথ্য যোগাযোগ মাধ্যম সমাজ, মানুষের জীবন-জীবিকাকে সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করছে। যার ফলে অনেকেই এর কু-প্রভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে, বিপথগামী হচ্ছে। তাই সৃজনশীল শিক্ষা শুধু শ্রেণীকক্ষেই নয়, বাড়ীতে, গির্জায় দিতে হবে। শিক্ষকদেরও শুধু শ্রেণীকক্ষে নয়, তাকে বাড়ীতে, সমাজে অন্যদের মাঝেও খ্রিস্টের মূল্যবোধ প্রচার করতে হবে কথায়, আচার-আচরণে। প্রভু যিশুর শিক্ষাই খ্রিস্টীয় শিক্ষা॥ †

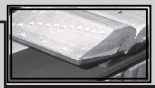

তখন যীশু উত্তরে তাকে বললেন, 'নারী, তোমার এ বিশ্বাস সত্যিই গভীর, তোমার যা ইচ্ছা, তা-ই হোক।' আর সেই মুহূর্ত থেকে তার মেয়েটি সুস্থ হল। -মথি ১৫:২৮

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

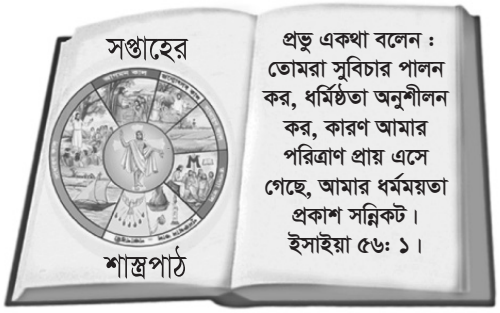

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২০ - ২৬ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

২০ আগস্ট, রবিবার

ইসা ৫৬: ১, ৬-৭, সাম ৬৬: ২-৩, ৫, ৬, ৮, রোমীয় ১১: ১৩-১৫, ২৯-৩২, মথি ১৫: ২১-২৮

সাধু বার্ণার্ড, মঠাধ্যক্ষ ও আচার্য, স্মরণ দিবস

২১ আগস্ট, সোমবার

সাধু দশম পিউস, পোপ, *স্মরণ দিবস*

বিচা ২: ১১-১৯, সাম ১০৬: ৩৪-৩৭, ৩৯-৪০, ৪৩কখ, ৪৪, মথি ১৯: ১৬-২২

২২ আগস্ট, মঙ্গলবার

রাণী মারীয়া, *স্মরণ দিবস*

ইসা ৯: ১-৬, সাম ১১৩: ১-২, ৩-৪, ৫-৬, ৭-৮, লুক ১: ২৬-৩৮

২৩ আগস্ট, বুধবার

লিমা'র সাধ্বী রোজ, কুমারী

বিচা ৯: ৬-১৫, সাম ২১: ১-৬, মথি ২০: ১-১৬

২৪ আগস্ট, বৃহস্পতিবার

সাধু বার্থলমেয়, প্রেরিতদূত, *পর্ব*

প্রত্যা ২১: ৯-১৪, সাম ১৪৫: ১০-১৩খ, ১৭-১৮, যোহন ১: ৪৫-৫১

২৫ আগস্ট, শুক্রবার

সাধু লুইস / সাধু যোসেফ কালাসাঞ্জ, যাজক

রুথ ১: ১, ৩-৬, ১৪-১৬, ২২, সাম ১৪৫, ৫-১০, মথি ২২: ৩৪-৪০

২৬ আগস্ট, শনিবার

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে

রুথ ২: ১-৩, ৮-১১, ৪: ১৩-১৭, সাম ১২৮: ১-৫, মথি ২৩: ১-১২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২০ আগস্ট, রবিবার

+ ১৯৫১ ফাদার জ্যাঁ-মারী ফ্লুরী সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২১ বিকাশ হিউবার্ট রিবেরু (রাজশাহী)

২২ আগস্ট, মঙ্গলবার

+ ১৯৩৪ ফাদার পিয়ের রোলে সিএসসি
+ ২০২০ সিস্টার মেরী অর্পিতা এসএমআরএ (ঢাকা)

২৩ আগস্ট, বুধবার

+ ১৯৪২ ফাদার যোসেফ হারেল সিএসসি
+ ২০১৮ সিস্টার নাজারিনা আগ্নেশ পারই এসসি

২৪ আগস্ট, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৭৫ সিস্টার মেরী অব লূর্দস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২৫ আগস্ট, শুক্রবার

+ ব্রাদার মালাকি রবার্ট ও'ব্রায়েন সিএসসি (ঢাকা)

২৬ আগস্ট, শনিবার

+ ১৯৯৪ সিস্টার এম. থেকলা আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০১১ ফাদার আন্তনীও ফলিয়ানী এসএক্স (খুলনা)

খ্রীষ্টের একক যাজকত্ব

এই সংস্কার কে প্রদান করতে পারেন?

১৫৭৫: খ্রীষ্ট নিজেই তাঁর প্রেরিতদূতদের বেছে নিয়েছেন এবং তাদেরকে তাঁর মিশনদায়িত্ব ও অধিকারের সহভাগী করেছেন। পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উত্থিত হয়েও তিনি তাঁর মেষপালকে ভুলে যাননি, কিন্তু তিনি তাদেরকে প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে সর্বদা রক্ষা করেন ও নিরাপদে রাখেন, এবং তাদেরকে পরিচালিত করেন, একই পালকদের মাধ্যমে যারা আজও তাঁর কাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাই, এটা খ্রীষ্টেরই দান যে, কেউ হবে প্রেরিতদূত, কেউ হবে পালক। তিনি বিশপদের মাধ্যমে তাঁর কাজ অব্যাহত রাখেন।

১৫৭৬: যেহেতু পুণ্য পদাভিষেক-সংস্কার প্রৈরিতিক সেবাকর্মের সংস্কার, সেহেতু প্রেরিতদূতদের উত্তরাধিকারী বিশপগণ, সেই 'পবিত্র আত্মার দান, প্রৈরিতিক যোগসূত্র' (Apostolic line) চলমান রাখেন। বৈধভাবে অভিষিক্ত বিশপগণ, অর্থাৎ যারা প্রৈরিতিক উত্তরাধিকার-সূত্রের ধারাবাহিকতায় অভিষিক্ত তারাই বৈধভাবে পুণ্য পদাভিষেক-সংস্কারের তিন শ্রেণীর পদাভিষেক সম্পাদন করতে পারেন।

॥ চ ॥ এই সংস্কার কে গ্রহণ করতে পারেন?

১৫৭৭: "শুধুমাত্র একজন দীক্ষাস্নাত পুরুষ-ব্যক্তিই বৈধভাবে পুণ্য পদাভিষেক-সংস্কার গ্রহণ করতে পারেন। প্রভু যীশু পুরুষদেরই বেছে নিয়েছেন তাঁর বারোজন প্রেরিতদূতদের সংঘ স্থাপন করার জন্য, এবং প্রেরিতদূতেরাও তাদের সেবাকর্মের উত্তরাধিকারীরূপে পুরুষদের বেছে নিয়েছেন। বিশপদের ভ্রাতৃসংঘ, যাদের যাজকত্বের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন যাজকবর্গ, সেই ভ্রাতৃসংঘ বারোজনের সংঘকে বাস্তবতায় উপস্থিত ও সক্রিয় করে তোলেন খ্রীষ্টের পুনরাগমন না হওয়া পর্যন্ত । খ্রীষ্ট কর্তৃক এই মনোনয়নকে স্বীকার করে নিতে মণ্ডলী বাধ্য বলে নিজেকে বিবেচনা করে। এই কারণেই মহিলাদের পদাভিষেক-সংস্কার দেওয়া সম্ভব নয়।

১৫৭৮: পুণ্য পদাভিষেক-সংস্কার গ্রহণ করা কারও অধিকার নয়। বাস্তবিকপক্ষে, এই কর্মদায়িত্ব নিজের জন্য কেউ দাবী করে না, ঈশ্বর কর্তৃক সে আহূত হয়। কেউ যদি মনে করে যে, তার মধ্যে অভিষিক্ত সেবাকর্মের জন্য ঈশ্বরের আহ্বানের ইঙ্গিত রয়েছে, তাহলে মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের কাছে নম্রভাবে সে তার ইচ্ছা প্রকাশ করবে, যার দায়িত্ব ও অধিকার আছে কাউকে এই পদাভিষেক-সংস্কার গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা। প্রতিটি অনুগ্রহের মত, এই সংস্কারও অনর্জিত অনুগ্রহরূপে মাত্র গৃহীত হতে পারে ।

১৫৭৯: স্থায়ী ডিকনপদ ব্যতীত, লাতিন মণ্ডলীর সকল অভিষিক্ত সেবাকর্মীদের বিশ্বাসীজনগণ থেকে বেছে নেওয়া হয় যারা কৌমার্য জীবন যাপন করে এবং যারা 'স্বর্গরাজ্যের কারণে' সর্বদা অবিবাহিত থাকতে বাসনা করে । প্রভুর নিকট অবিভক্ত হৃদয় নিয়ে 'প্রভুর বিষয়ে নিজেদের উৎসর্গ করতে আহূত হয়ে তারা পূর্ণভাবে নিজেদের ঈশ্বর ও মানুষের নিকট সমর্পণ করে। মণ্ডলীর সেবাকর্মী যে সেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে, সেই নতুন জীবনের চিহ্ন হল কৌমার্যজীবন। আনন্দচিত্তে গৃহীত কৌমার্যজীবন হচ্ছে ঐশরাজ্যের দীপ্যমান ঘোষণা॥

ফাদার ম্যাক্সওয়েল এ টমাস

সাধারণকালের বিংশ রবিবার

১ম পাঠঃ ইসাইয়া ৫৬:১, ৬-৭,

২য় পাঠঃ রোমীয় ১১:১৩-১৫, ২৯-৩২

মঙ্গলসমাচারঃ মথি ১৫:২১-২৮

বর্তমান জগতে আমরা দেখছি যে, ধর্মের কারণে এখনও মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ, গোড়ামি, প্রবল সাম্প্রদায়িকভাব, বিবাদ-বিচ্ছেদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অবিশ্বাস, সন্দেহ ইত্যাদি বিরাজ করছে। খ্রিস্ট প্রভু এ জগতে এসেছিলেন এসব অন্যায়, অরাজকতা ও সংকীর্ণতার পাপ দূর করতে। তাই আজকের শাস্ত্রবাণী স্পষ্ট করেই বলছে যে, ঈশ্বরের মুক্তির পরিকল্পনা কেবল গোড়া ইহুদীদের জন্য নয়। তাঁর মুক্তির বাণী সকল জাতির জন্য। কেননা, পরমেশ্বর সকল জাতিকেই আহবান করেছেন যেন তারা তাঁর প্রিয়তম পুত্রের মহান আত্মদান ও ত্যাগের ফল আস্বাদন করে, তাঁর মঙ্গলবাণী নিষ্ঠার সাথে সর্বত্র প্রচার করে।

সাধু পল বিজাতীয়দের কাছেই প্রেরিতদূত হিসেবে ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন। তাই তিনি শুধু ইহুদীদের কাছেই খ্রিস্টের মঙ্গলবার্তা প্রচার করে ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি এই পত্রে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, পরম মঙ্গলময় ঈশ্বর সকল জাতিকেই ভালোবাসেন এবং তাদেরকেও পাপের বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য ব্যাকুল তিনি। সাধু পলের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা বলতে পারি যে, ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনায় সকল ধর্মের ও সকল জাতির লোকই রয়েছে। বিশ্বজনীন মণ্ডলীতে নারী-পুরুষ, পাপী-পুণ্যবান, ধনী-গরীব, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষই পরমেশ্বরের প্রিয় ভক্ত সন্তানরূপে পরিণত হওয়ার জন্য আহূত।

তাই সেখানে থাকা উচিত নয় কোন হিংসা-বিদ্বেষ, বিবাদ-বিচ্ছেদ, গোড়ামি ও ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িক মনোভাব, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অবিশ্বাস ও দ্বিধা সংশয়।

আজকের প্রথম পাঠে ইসাইয়ার বাণীতে প্রবক্তা ঈশ্বরের বাণী উচ্চারণ করে বললেন যে, বিশ্বের সকল জাতিই পরমেশ্বরের ডাকে সাড়া দিতে পারে যদি তারা প্রভুর ডাক প্রেমভরে ও কৃতজ্ঞতার সাথে শোনে। কেননা সকলের প্রভু ঈশ্বর এক। তিনি সকল জাতির পিতা। তিনি সকলকেই তাঁর সন্তান বলে গণ্য করেন। সকলের উপর তিনি তাঁর করুণা ও কৃপার রাশি বর্ষণ করেন। ঈশ্বর চান, তারা যেন তাদের নিজ নিজ ধর্ম নিষ্ঠার সাথে পালন করে এবং তাদের ন্যায় নীতি অনুসারে জীবন যাপন করে। তবেই তারা ঈশ্বরের নির্দিষ্ট পরিত্রাণ লাভ করবে এবং তাঁরই গৃহে (স্বর্গে) চির আনন্দে বাস করবে।

২য় শাস্ত্র পাঠে সাধু পল আর একটি সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, পরমেশ্বর যা কিছু দান করেন, যে আহ্বান জানান, তিনি তা ফিরিয়ে নেননা কখনো। এখন কিন্তু ইহুদীদের অবাধ্যতার ফলে বিজাতীয়রা (অ-ইহুদী ও অ-খ্রিস্টানগণ) ঈশ্বরের দয়া অর্থাৎ ক্ষমা, ভালোবাসা, পরিত্রাণ স্বর্গে যাওয়ার অধিকার ইত্যাদি লাভ করেছে। আমাদের খ্রিস্টানদের কর্তব্য হল সাধু পলের মত অ-খ্রিস্টানদের কাছে প্রেরিত দূত হিসাবে ঈশ্বরের মঙ্গলবার্তা প্রচার করা, ঈশ্বরের রাজ্যে তাদের টেনে আনা, কারণ, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু যিশুর মুক্তির পূর্ণফল সকল মানুষের জন্যই। আজকের মঙ্গলসমাচার তার প্রকৃত প্রমাণ: যিশু ইহুদীদের শত্রুদেশ কানানের স্ত্রীলোকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন ও তার অসুস্থ সন্তানকে সুস্থ করেছেন।

মঙ্গলসমাচার আমাদের আজ বলছে যে, খ্রিস্টান ও অ-খ্রিস্টানদের মধ্যে খ্রিস্টের ত্রাণকার্যকে ফলপ্রসূ করতে হলে প্রথমত: আমাদের নিজেদের মধ্যে মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। অর্থাৎ ইহুদী নেতাদের মত ভণ্ড, গোড়া, ধর্মান্ধ ও কঠিন হৃদয়পূর্ণ না হয়ে সেই কানানীয় স্ত্রীলোকের মত নম্র, মুক্তির জন্য আগ্রহী, এবং খ্রিস্টেতে প্রত্যক্ষ ও দৃঢ় বিশ্বাসী হতে হবে। তারই মত জীবন পথের বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে হবে। দ্বিতীয়ত: আমাদের অ-খ্রিস্টানদের ঘৃণা না করে, তাদেরকে ঈশ্বরের সন্তান বলে ভালোবাসতে হবে। কেননা, তারাও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের যোগ্য॥

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট

৬ (ছয়) মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত **"মোবাইল টেকনিক্যাল ট্রেনিং প্রজেক্ট (MTTP)"** এর ৬ (ছয়) মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন ট্রেডে আগামী অক্টোবর ২০২৩ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের জরুরিভিত্তিতে ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণী হতে এসএসসি (খ) বয়সসীমা : ছেলে/পুরুষ : ১৬-২২ বছর, মেয়ে/ নারী: ১৬ হতে ৩৫ বছর (বিধবা/ তালাকপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য), (গ) বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত/ অবিবাহিত (ঘ) পারিবারিক অবস্থা : অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুব মহিলা (ঙ) অগ্রাধিকার : কারিতাস সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য, আদিবাসী/ উপজাতি, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, গরীব-ভূমিহীন দরিদ্র ছেলে-মেয়ে।

২। বাছাই পদ্ধতি : লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হবে।

৩। প্রশিক্ষণ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য

যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়	(ক) অটো মেকানিক, (খ) ইলেকট্রিক হাউজ ওয়্যারিং এন্ড মটর রিওয়্যান্ডিং (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড স্টিল ফেব্রিকেশন (ঘ) ইলেকট্রনিক্স এন্ড মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (ঙ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশন (চ) টেইলারিং এন্ড ইন্ড্রাসট্রিয়াল সুইং (ছ) টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারি (জ) পোল্ট্রি রেয়ারিং এন্ড কাউ ফ্যাটেনিং (ঝ) বিউটিফিকেশন
কোর্সের মেয়াদ: ৩ মাস ও ৬ মাস, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, আবাসন সম্পর্কিত: অনাবাসিক, ভর্তি ফি ১০০/- (একশত) টাকা, মাসিক টিউশন ফি ৭৫/- (পঁচাত্তর) টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম/বেশী হতে পারে)।	

বিঃদ্রঃ ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেড ছেলে/ মেয়ে / পুরুষ/ নারী জন্য উন্মুক্ত।

৪। সাধারণ তথ্যাবলী ও যে সকল কাগজপত্র জমা দিতে হবে;

(ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত; (খ) ২ কপি সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব/ জাতীয় পরিচয়পত্র কপি/; (ঙ) কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; (চ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রকল্পের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা দেয়া হয়; (ছ) পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়।

৫। এলাকাভিত্তিক আবেদন করার জন্য যোগোযোগের ঠিকানা

মোবাইল টেকনিক্যাল স্কুলের ক্ষেত্রে যোগাযোগের ঠিকানা

টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদি, বরিশাল -৮২০০ ফোন : ০১৭১৯৯০৯৪৮৬	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস খুলনা অঞ্চল রূপসা স্ট্যান্ড রোড খুলনা-৯১০০ ফোন: ০১৭১৮৪০৪৩৮২	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল মহিষবাথান, রাজশাহী -৬০০০ ফোন : ০১৭১৬৭৪৯৬৯৪	জুনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার (এডুকেশন) কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি, ১/ডি, পল্লবী, মিরপুর, সেকশন-১২, ঢাকা-১২১৬ ফোন :০১৭১৪৫২৪৭২২
অধ্যক্ষ ব্রাদার ফ্রেভিয়ান টেকনিক্যাল স্কুল শাহ্ মিরপুর, কর্নফুলী চট্টগ্রাম ফোন : ০১৭১৩৩৮৪১০৩	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫, ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড, ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ ২২০০, ফোন : ০১৬২৫১১৩১৭৫	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পশ্চিম শিবরামপুর, দিনাজপুর, ফোন : ০১৭১২৫৬৭৩৪৪	ইনচার্জ, সিটিএসপি কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয় ২, আউটার সার্কুলার রোড শান্তিবাগ, ঢাকা - ১২১৭ ফোন : ০১৭১৬৮৩১৪১২

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বিজ্ঞ/২৫২/২৩

ধর্মশিক্ষা কার্যক্রম এবং বর্তমান বাস্তবতা

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

যুগের পর যুগ ধরে, কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশের খ্রিস্টবিশ্বাসী জনগণ তাদের ধর্মবিশ্বাসকে ধারণ, যাপন, লালন, পালন, ও বহন করে আসছে এবং বিশ্বস্ততার সাথে পৌছে দিয়েছে তাদের ভাবী বংশের কাছে। সন্তানের বিশ্বাসের বীজ বপনকারী হচ্ছে পিতামাতা, ক্যাটেখিস্ট ও শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ। ধর্মপল্লীতে ধর্মশিক্ষা কার্যক্রম নানামুখী সংকটের মধ্যদিয়ে চলছে। খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় ৪৭তম বার্ষিক পালকীয় সভায় ৩টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে প্রথমটি ছিল: ধর্মপল্লীতে পালকীয় যত্ন ও বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্যে ধর্মশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হোক। ছেলে-মেয়েদের খ্রিস্টবিশ্বাস রক্ষা করবে কে? কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা প্রকাশিত হয়েছে কেন? ধর্মশিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপেক্ষিত কেন? ছেলে মেয়েদের ধর্ম ক্লাসে আসতে আগ্রহ কম কেন? ছেলে-মেয়েদের ধর্মশিক্ষা ক্লাসে না যাওয়ার দায় কার? ধর্মশিক্ষার বিপর্যস্ত ভাবমূর্তি এবং উত্তরণের পথ, ধর্মশিক্ষার মান বাড়ুক। বাজেটে ধর্মশিক্ষায় বরাদ্দ আছে কী? আর কত দিন ধর্মশিক্ষা কার্যক্রম অবহেলিত থাকবে? কীভাবে ধর্মশিক্ষা কার্যক্রমে তদারকি ও নজরদারি বাড়ানো যায়? ফিরে দেখা ধর্মশিক্ষা কার্যক্রম। আলোচ্য নিবন্ধে ধর্মবিশ্বাস, ধর্মশিক্ষা ও ধর্ম শিক্ষক নিয়ে দু'চারটি কথা তুলে ধরার প্রয়াস রাখছি।

ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য কী

ধর্মশিক্ষা বিশ্বাস গঠনের ভিত্তি রচনা করে। ধর্মশিক্ষার কাজই হল যিশুখ্রিস্টকে তার জীবন ও সেবা কাজকে উপস্থাপন করা। ধর্মশিক্ষা আমাদের বিশ্বাসের আমানত। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা প্রকাশিত হয়েছে যেন ঐশজনগণ বিশ্বাসের জীবন যাপনে সদা বলিষ্ঠ হয়ে থাকে। জগতের কাছে সেই বিশ্বাসের কথা আরও সার্থকভাবে ঘোষণা করতে পারে। ধর্মশিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সাহায্য করা যেন তারা যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করে। খ্রিস্টীয় জীবন বেগবান ও গতিশীল করে। ধর্মশিক্ষা সাহায্য করে সঠিক বিবেক গঠন করতে, নৈতিকভাবে ভাল কিছু বেছে নিতে, পাপ এড়িয়ে চলতে। "যাঁকে আমি বিশ্বাস করি, তাঁকে আমি জানি" (*২য় তিমথী ১:১২*)। ধর্মশিক্ষার লক্ষ্য হলো খ্রিস্টবিশ্বাসকে পরিপক্ক করা। ব্যক্তি জীবনাচরণে খ্রিস্টবিশ্বাস উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করা। ধর্মশিক্ষা বিশ্বাসীগণকে যিশুখ্রিস্টের সাক্ষী হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। ধর্মশিক্ষা অন্তরকে জাগ্রত, মনকে আলোকিত আর প্রাণকে উদ্দীপ্ত করে। আমরা যেন নিষ্ঠার সঙ্গেই দৌড়াই সেই দৌড় যা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট আছে আমরা তো তাকিয়ে থাকি সেই যিশুরই দিকে, আমাদের বিশ্বাসের উদ্বোধক যিনি। (*হিব্রু ১২:২*)।

বাইবেলীয় তাগিদ ধর্মশিক্ষা পাঠ দানে

বাইবেলে ধর্মশিক্ষা কার্যক্রমের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। "আপল্লোস মনের আগ্রহে বাণী প্রচার করতেন; যিশুর বিষয়ে যা কিছু বলার, তা নির্ভুলভাবেই সকলকে বুঝিয়ে দিতেন।" (*শিষ্যচরিত ১৯:২৫*)। "ঐশবাণী প্রচার কর, মানুষের যত ভুল ধারণা ভেঙ্গে দাও, ধর্মশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই ওই সব কিছু কর!" (*২য় তিমথী ৪:২*)। "পল দেড় বছর ধরে করিন্থ নগরে রয়ে গেলেন আর পরমেশ্বরের বাণী সেখানকার মানুষকে শুনিয়ে ধর্মশিক্ষা দিতে লাগলেন" (*শিষ্যচরিত ১৮:১১*)। সাধু পৌল তাঁর প্রিয় শিষ্য সাধু তিমথীকে বিশ্বাস সংরক্ষণ ও প্রচারের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। বাইবেলের শিক্ষাকে যাতে সযত্নে সংরক্ষণ করে ও আকড়ে ধরে থাকে। "শোন, তিমথি : যা কিছুর ভার তোমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তা সযত্নে রক্ষা কর! (*১ তিমথী ৬:২০*)।

"তোমার সেই ঈশ্বর ভগবানকে তুমি ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে। এই যে আদেশ আমি আজ তোমাকে দিলাম তা যেন তোমার অন্তরে গাঁথাই থাকে। তোমার সন্তান সন্ততিকেও তুমি এই আদেশ বার বার শোনাবে এবং ঘরে, বিশ্রামের সময়ে কিংবা বাইরে কোথাও যাবার সময়ে উঠতে বসতে সব সময়েই তুমি এই বিষয়ে আলোচনা করবে" (*দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৬*)। বিশ্বাস হস্তান্তরের গুরু দায়িত্বভার বিষয়ে সাধু পলের পত্রে বলা হয়েছে।

বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে ধর্মবিশ্বাসের স্বীকারোক্তি - ইস্রায়েল জাতির অতি প্রাচীন বিশ্বাসোক্তি (*দ্বিতীয় বিবরণ ২৬:৫-৯*)। সাধু পৌলের বিশ্বাসোক্তি: প্রাচীনতম খ্রিস্টীয় বিশ্বাসোক্তি (*১করিন্থীয় ১৫:১, ৩-৫*)। সাধু পিতরের বিশ্বাসোক্তি: প্রথম পোপ মহোদয়ের বিশ্বাসোক্তি (*১পিতর ৩:১৮,২১-২২*)। সাধু যোহনের বিশ্বাসোক্তি: একজন বিশ্বাসে পরিপক্ক শিষ্যের বিশ্বাসোক্তি (*যোহন ১:১-৫*)।

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা গ্রন্থে ধর্মশিক্ষার বিষয়বস্তু চিত্রায়ণ

পুর্ণাঙ্গ ধর্মশিক্ষার মধ্যে অন্তর্গত : ধর্মবিশ্বাস মন্ত্রের ধারা, সাতটি সংস্কার, দশ আজ্ঞা আর প্রভুর প্রার্থনার আবেদনগুলো। প্রথম খণ্ড: ধর্মবিশ্বাসের স্বীকারোক্তি এবং ধর্মবিশ্বাসমন্ত্র (২৬- *১০৬৫*)। দ্বিতীয় খণ্ড : খ্রীষ্টিয় রহস্যের অনুষ্ঠান এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীর সপ্ত সংস্কার (*১০৬৬-১৬৯০*)। তৃতীয় খণ্ড : খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন এবং দশ আজ্ঞা (*১৬৯১-২৫৫৭*)। চতুর্থ খণ্ড : খ্রিস্টীয় প্রার্থনা এবং প্রভুর প্রার্থনা: "আমাদের পিতা" (*২৫৫৮-২৮৬৫*)। ধর্মশিক্ষকগণ সৃজনশীল পদ্ধতিতে এই বিষয়ে ছেলেমেয়েদের পাঠদান করবেন ।

ধর্মশিক্ষক ও ধর্মশিক্ষার বেহাল অবস্থা

বর্তমানে ধর্মশিক্ষা অনেকটা 'গৃহছাড়া' এমনকি 'স্কুল ছাড়া' হয়ে পড়েছে। বয়স অনুযায়ী, ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষা ধারাবাহিকভাবে দেওয়ার সুযোগ খুবই সীমিত। প্রাঞ্জল ভাষায়, সৃজনশীল হয়ে শিক্ষা দিতে অনেকেই অনভিজ্ঞ। বয়সভিত্তিক ফলপ্রসু ও অবিকৃতভাবে ধর্মশিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়। শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত কিছু প্রশ্নের উত্তর মুখস্ত শিখে পরীক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হয়। ধর্মশিক্ষার প্রতি অনীহা শিথিলতা ও দায়সারাভাবে ধর্মশিক্ষা দিতে দেখা যায়। এখনো ভক্তিকথা ও ভক্তিপুষ্প গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল। বড় আক্ষেপ : পুরোহিতগণ, ব্রতধারিণীগণ আধ্যাত্মিক পরিচর্যার চাইতে বৈষয়িক সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বেশি সময় ও মেধা ব্যয় করছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বিষয়টি বিবেচনায় আনবেন, এটা আমার অনুরোধ ও ঐকান্তিক প্রত্যাশা। দুর্যোগে ধ্বংস ক্ষেতের দিকে যেমন করে অশ্রুসজল চোখে আর বুকভরা হাহাকার নিয়ে তাকায় একজন কৃষক। তেমনিভাবে ধর্মপল্লীর শিক্ষাঙ্গণের অবক্ষয়গ্রস্ত শিক্ষক শিক্ষার্থী ও ব্যবস্থাপনা দেখে বলতে ইচ্ছে হয় ধর্মশিক্ষকগণ যেন নিস্ফলা মাঠেরই কৃষক। ধর্মশিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পালনে পরিবারগুলো অনেক সময় অপারগ ও অসমর্থ। ধর্মশিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব কার? কে উদ্যোগী হবে?

উপসংহার

ধর্মশিক্ষাদান মণ্ডলীর একটি অপরিহার্য প্রেরণ দায়িত্ব। দীক্ষাস্নাত সকলের অধিকার আছে খ্রিস্টের শিক্ষায় শিক্ষালাভ করার, তাদেরও দায়িত্ব আছে তাদের ঈশ্বরজ্ঞানে ও ঈশ্বরপ্রেমে বিকশিত হওয়া অব্যাহত রাখার। প্রত্যেক পিতামাতা চান তাদের সন্তানদের অন্তরে জ্বলে উঠুক খ্রিস্টবিশ্বাসের পুণ্যশিখা। সেই খ্রিস্টবিশ্বাসের আলো তাদের অন্তরে চির অম্লান হয়ে থাকুক। ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষা দেওয়া একটি পালকীয় চ্যালেঞ্জ। ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস, ডিজিটাল প্রযুক্তি, স্মার্ট ফোন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক ও অনলাইন বার্তা। মোবাইল ধর্মশিক্ষার কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। ক্লাসে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির সংখ্যা উদ্বেগজনক। ছেলে মেয়েদের ধর্মশিক্ষার জ্ঞান অর্জন নিশ্চিত করতে হলে ধর্মশিক্ষককে অনেক বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে। শিক্ষার্থীর হাতে পাঠ্যবই, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। মানসম্মত ধর্মশিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে ধর্মশিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে। ধর্মশিক্ষকদের প্রকৃত মূল্যায়ণ হচ্ছে কী?

কাথলিক স্কুল: শিশু ও যুবাদের ধর্ম শিক্ষাদান, চ্যালেঞ্জ, গুরুত্ব এবং কৌশল

ড. ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ

কাথলিক মণ্ডলী সৃষ্টি থেকেই অর্থাৎ দুই হাজার বছরের বেশি সময় থেকেই অদ্যাবধি শিক্ষা ও গঠন কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মাতামণ্ডলী গোটা মানবজাতিকে তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও পূজা-আরাধনায় সক্ষম করতে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। শিক্ষা সর্বকালের ও সর্বস্থানের সকল নারী-পুরুষকে মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত গুণাবলী ও মূল্যবোধে আরো মানবিক হতে অনুপ্রাণিত করে। জ্ঞানার্জনই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রজ্ঞা ও সত্য-ন্যায়ের পথে পরিচালিত করাই এর লক্ষ্য।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলসমূহ-এর মধ্যে খ্রিস্টীয় শিক্ষা বিষয়ক ঘোষণাপত্রের আলোকে কাথলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মণ্ডলীর ভূমিকা বিশেষভাবে সুস্পষ্ট। কাথলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে এমন পরিবেশ গড়ে তোলা, যে পরিবেশ মঙ্গলবার্তাভিত্তিক স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃপ্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কাথলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানুষের গোটা জীবন-ব্যবস্থাকে মঙ্গলবার্তার প্রেরণায় এমন উদ্বুদ্ধ করে যে, ছেলেমেয়েরা জগৎ, জীবন ও মানুষ সম্বন্ধে যে শিক্ষা লাভ করে তা তাদের বিশ্বাসের আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে। তারা মানবজাতির কল্যাণে ফলপ্রসু অবদান রাখতে পারে এবং ঐশরাজ্য বিস্তারের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

কাথলিক স্কুল-এর দর্শন, স্বপ্ন ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

দর্শনঃ কাথলিক স্কুল-এর প্রচেষ্টা একটি অর্থপূর্ণ, যুগোপযোগি ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে সামগ্রিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন আদর্শ মানুষে পরিণত করা।

স্বপ্নঃ কাথলিক স্কুল-এর আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত হয়ে নৈতিক ও সামাজিকভাবে সুদক্ষ ও প্রযুক্তিগতভাবে সামর্থবান সুশিক্ষিত মানুষ করে গড়ে তোলা।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্যঃ কাথলিক প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং শারীরিক বিকাশ সাধন করা।

বর্তমান শিক্ষার বাস্তবতা

গত পাঁচ বছরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ৯৯%। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, অনলাইনে ভর্তি ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করা হয়। সরকারি বৃত্তি ও উপবৃত্তির সুযোগ রয়েছে এবং বিনাবেতনে অধ্যয়ন করা যায়। নিয়মিত পাবলিক পরীক্ষা হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করা হয়। শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে এসেছে যুগোপোযোগি পরিবর্তন; সৃজনশীল পদ্ধতি, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস, ডিজিটাল কন্টেন্ট উপস্থাপন, ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে। বৃদ্ধি পেয়েছে তথ্য-প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের যোগাযোগ ও সমন্বয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে গতিশীলতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার অর্জিত ফলাফল চমৎকার বটে। কিন্তু প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাগুলোর যথাযথ ব্যবহার না হওয়া, শিক্ষানীতি ও কারিকুলাম সম্পর্কে শিক্ষকদের ধারণক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবহেলা ও উদাসীনতা, ঘুষ-দুর্নীতি ইত্যাদির কারণে শিক্ষার গুণগত মানের প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না।

আমাদের কাথলিক মণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নয়। কারণ, খ্রিস্টীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে একজন শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নয়ন/যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবতা হলো, একজন শিক্ষার্থী ১০-১২ বছর একই খ্রিস্টান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন শেষ করার পর অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যেকার মানবিক ও আচরণগত যোগ্যতা নিয়ে আমরা হতাশ হই (যদিও ভাল ফলাফল অর্জন করেছে)। যার নেতিবাচক প্রভাব আমরা পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, মণ্ডলী সকল ক্ষেত্রেই কম-বেশি উপলব্ধি করছি। বর্তমানে কাথলিক স্কুলগুলিতে অধিকাংশ শিক্ষার্থী অখ্রিস্টান। কাথলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলেও এটা একটি সর্বজনীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে সবাই পড়াশুনা করতে পারে। শিক্ষকগণও বেশির ভাগ অখ্রিস্টান।

বর্তমান বাস্তবতায় শিশু ও যুবাদের ধর্ম শিক্ষাদান

ধর্ম শিক্ষাদান হচ্ছে শিশু ও যুবাদের খ্রিস্টবিশ্বাসে শিক্ষা দেওয়া; প্রধানতঃ খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে, যা সাধারণতঃ পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিকভাবে দেওয়া, যাতে তারা খ্রিস্টীয় জীবনের পূর্ণতার সঙ্গে প্রারম্ভিক পরিচয় লাভ করতে পারে। কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাস তত্ত্ব: কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাস তত্ত্বগুলি শিশু ও যুবাদের শিক্ষা দিতে হয় যেন তারা বিশ্বাস তত্ত্বগুলি জানতে পারে এবং পালন করে। খ্রিস্টমণ্ডলীর নবীকরণ-যুগগুলো ধর্মশিক্ষাদানের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণ যেমন, সাধু সিরিল, সাধু যোহন খ্রীসোস্তম, সাধু আমব্রোজ, সাধু আগষ্টিন এবং আরো অনেকে ধর্ম শিক্ষাদানের পুস্তকসমূহ রচনা করেছেন। তাদের বইগুলি ব্যবহার করে শিশু ও যুবাদের ধর্ম শিক্ষাদান করা যেন তারা খ্রিস্টধর্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

কাথলিক খ্রিস্টান শিশু ও যুবাদের মৌলিক ও মানবিক গঠনদানের লক্ষ্যে ধর্মপ্রদেশীয় বিভিন্ন কমিশন দ্বারা বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। কিন্তু বর্তমানে ধর্মপল্লী পর্যায়ের শিশুমঙ্গল, বিসিএসএমএ, ওয়াইসিএস, যুব সংগঠনের কার্যক্রম ততটা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। কারণ, দায়িত্বপ্রাপ্ত ধর্মীয় ব্যক্তিগণ এই সকল সংগঠন পরিচালনায় পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছেন না (অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায়)। যার ফলে শিশু ও যুবারা উপযুক্ত গঠন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সঠিক দিকনির্দেশা ও গাইডেন্স থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বর্তমান বাস্তবতা নিম্নরূপ;

১) একাডেমিক শিক্ষায় উত্তম ফলাফল অর্জনের প্রতি সাধারণ ভক্তজনগণের (অভিভাবক পর্যায়) অতি আগ্রহ (প্রাইভেট পড়া)। সেই অনুসারে অন্যেদের দেখাদেখি প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে সন্তানকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানসিক চাপে রাখেন।

২) আর্থিক সচ্ছতাকে ডিজিটাল যুগের উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কারণে অভিভাবকগণ অর্থ উপার্জনের প্রতি বেশি মনোযোগি এবং সময় ও শ্রম অনেক বেশি দিতে আগ্রহী। অপর দিকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উদাসীন।

৩) কোন বিষয়ে ভালো ও মন্দ তুলনা করতে শিশু-কিশোর-যুবাদের সাথে অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজ নেতা, মণ্ডলীর ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ আদর্শগত আচরণ প্রদর্শন করেন না।

৪) প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে মনযোগি হতে না পারায়, সকল স্তরে বিশ্বাসে দুর্বলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাথলিক মণ্ডলীর

অনুসরণীয় প্রার্থনাগুলো প্রাথমিক পর্যায় হতেই (শিশু-কিশোর) মুখস্ত করানো দরকার যা তারা মুখস্ত বলতে পারে না।

৫) পরিবারে একসাথে রোজারিমালা প্রার্থনা করে না।

৬) পরনিন্দা, লোভ, হিংসা, অহংকার, মিথ্যা বলা, অযুহাত প্রদর্শন প্রভৃতি নেতিবাচক আচরণ সমাজকে প্রভাবিত করছে।

৭) সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, সেবা, দরিদ্রদের পক্ষ সমর্থন, ত্যাগস্বীকার, ভুল নত হওয়া, বড়দের সম্মান-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলী অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে না।

৮) অবাধ তথ্য-প্রযুক্তি ও আকাশ সংস্কৃতির কু-প্রভাব কাথলিক খ্রিস্টীয় সংস্কৃতিতে পড়েছে। আর শিশু ও যুবারা এতে প্রভাবিত হচ্ছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অধিকাংশ কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে (শিশু ভর্তির হার ৯৯%)। সেই অনুসারে সাধ্যমতো অবকাঠামোর উন্নয়নও করা হচ্ছে। কিন্তু যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না (শিক্ষক অনুপাত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১:৫৩)। আবার কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুণগত মান অর্জনে দুর্বলতার কারণে শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে যাচ্ছে। পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে খ্রিস্টান পরিবারের সন্তানেরা কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুফল ভোগ করতে পারছে না। খ্রিস্টধর্মীয় পরিবেশের অভাব রয়েছে। আদর্শ শিক্ষকের অভাব অর্থাৎ খ্রিস্টান শিক্ষকগণই রবিবারে খ্রিস্টযাগ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করেন না। ধর্মপল্লীর কর্মসূচীর সাথে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনার সমন্বয়ের অভাব। যার ফলে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। পিতামাতার ধর্মীয় উপাসনাদিতে অংশগ্রহণে উদাসীন। পারিবারিক কলহ বা পিতামাতার মধ্যে সু-সম্পর্কের অভাব। যার প্রভাবে শিক্ষার্থীরা আকাশ সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়ছে। ধর্মীয় বিষয়ের চেয়ে অন্যান্য বিষয়গুলি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তাছাড়া খ্রিস্টান শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি রয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জের কারণে কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষাদান সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় না

শিক্ষাদানের কৌশল

শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করা এবং ধর্মীয় শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহার; যেমন মাল্টিমিডিয়া এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা (ধর্মীয় নাটক, গান ইত্যাদি)। তাছাড়া ধর্মক্লাশগুলি ফাদার অথবা সিস্টারদের দ্বারা পরিচালিত করা এবং শুধুমাত্র ধর্ম বই নয়, বাইবেল, সাধু-সাধ্বীদের জীবনী, বিভিন্ন প্রার্থনা পুস্তক ব্যবহার করানো। যুবদের কাথলিক ধর্মের বিশ্বাস মন্ত্রে বলিয়ান করা এবং নৈতিক শিক্ষাদান করা যেন তারা আদর্শ ছেলেমেয়ে হতে পারে। ধর্মীয় প্রার্থনাগুলি মুখস্ত করানো এবং ধর্মীয় জীবন যাপন সম্পর্কে শিক্ষাদান করা যেন ঐশ আহ্বান বৃদ্ধি পায়।

কাথলিক প্রতিষ্ঠানে শিশু ও যুবাদের ধর্ম শিক্ষাদানের সময় গল্প বলা *(মথি ১৩:৩৪)*, আলাপ এবং প্রশ্নোত্তর করার পরিবেশ সৃষ্টি করা। শিল্পকর্ম এবং পরিবেশের মাধ্যমে মণ্ডলীতে শিক্ষা দিয়ে বিশ্বাস বৃদ্ধি করা, পরস্পরকে সেবা এবং ভালোবাসার শিক্ষাদান করা, জীবন সাক্ষ্যদান করা। চরিত্র গঠনে শিশু-কিশোর-যুবাদের জন্য উপযুক্ত গাইডেন্স অবিরত প্রদান করা দরকার। এই কাজটি ফাদার, সিস্টার ও শিক্ষকদের দায়িত্বে পরিচালনা করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পাঠ্য-পুস্তকের ধারণাকে জীবন-শিক্ষা কর্মে অনুশীলন করানো (কায়িক শ্রম/শারীরিক শিক্ষা/নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা ইত্যাদি)।

ধর্মশিক্ষাদানের গুরুত্ব

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষাদানের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। ধর্মশিক্ষাদানের গুরুত্ব হলো শিশু ও যুবাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে গঠন দান করা, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের আলোকে ভাল খ্রিস্টান হিসাবে জীবন যাপন করার জন্য প্রস্তুত করা। তাছাড়া সমাজের কল্যাণ সাধনে এবং দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের জন্য শিশু ও যুবাদের প্রস্তুত করে তোলা। মণ্ডলীর নিয়ম কানুন জানা এবং তা পালন করার জন্য অনুপ্রাণিত করা, মণ্ডলীর বিশ্বাস স্বীকার করা এবং সাক্রামেন্তগুলি সম্বন্ধে জানা এবং পালন করা। যুবদের শারীরিক, নৈতিক ও বুদ্ধিগত গুণাবলী সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ লাভ করার জন্য ধর্মশিক্ষাদান করা। সর্বোপরি, সংলাপ করা এবং সকলের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার জন্য অনুপ্রাণিত করা, সেজন্য ধর্মশিক্ষাদান করার গুরুত্ব রয়েছে।

সুপারিশ

শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত *(১:৩৫-৪০)* এ নিয়ে আসা। শ্রেণি কক্ষে আনন্দঘন পরিবেশে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করার সকলপ্রকার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। সরকারি নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য থেকে অবশ্যই বিরত রাখা। ঝরে পড়া শিক্ষার্থী এবং যারা লেখা-পড়ায় কম মনোযোগী, মণ্ডলীর উদ্যোগে তাদের জন্য পেশাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা। যেন তারা আত্ম-কর্মসংস্থান করতে পারে। ধর্ম শিক্ষা ও নৈতিকতা মূল্যবোধ শিক্ষা, প্রাথমিক স্তর থেকেই বাধ্যতামূলক করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনে ধর্মপল্লী ও সামাজিক কোন সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা। শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা অবশ্যই বন্ধ হওয়া দরকার। বিশেষ করে খ্রিস্টান শিক্ষকগণ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অন্য যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত (সদস্যপদ লাভ/নির্বাচনে অংশগ্রহণ) হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানের যথাযথ অনুমোদন নেওয়ার প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কাথলিক মণ্ডলীর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/কাঠামোতে (ক্রেডিট ইউনিয়ন ও পালকীয় পরিষদ) এই প্রক্রিয়া চালু করা খুবই জরুরি। সকল ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে খ্রিস্টান শিক্ষকদের সর্বজন স্বীকৃত ও আদর্শ প্রদর্শনের সংস্কৃতি চালু করা খুবই দরকার। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের ধারণা প্রদান এবং পেশাগত দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে নিবিড় মনিটরিং ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। যেকোন আসক্তি (মোবাইল, টিভি, নেশা সেবন, রুটিনবিহীন চালচলন ইত্যাদি নেতিবাচক আচরণ) থেকে শিশু-কিশোর-যুবাদের বিরত রাখা খুবই জরুরি। শিশু-কিশোর-যুবাদের গঠনদানের ক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীর কাঠামোতে ধর্ম শিক্ষাদান গুরুত্ব দেয়া দরকার। সন্তানের প্রতি নজর রাখা এবং অন্যের কুকর্ম থেকে নিজের সন্তানকে দূরে রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। কাথলিক মণ্ডলীর দর্শনের আলোকে কারো সাথে ঘুষ-নীতির সাথে আপোষ না করা। বিশেষ করে নিজেদের মধ্যে সত্যতা ও ন্যায্যতার অনুশীলন করা এবং যে কোন ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করা।

উপসংহার

কাথলিক স্কুলগুলি ধর্মীয় শিক্ষা, একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং শিশু ও যুবাদের মধ্যে জীবন দক্ষতার বিকাশকে অগ্রাধিকার দিয়ে চলছে। তারা যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয় তা স্বীকার করে এবং উদ্ভাবনী শিক্ষাদানের কৌশল প্রয়োগ করে একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরী করার চেষ্টা করে যা সামগ্রিক বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। সহযোগিতা, ক্রমাগত পেশাদার বিকাশ, এবং কার্যকর দিকনির্দেশনা এবং কাউন্সেলিং হলো অপরিহার্য উপাদান যা কাথলিক স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীদের আধ্যাত্মিক, একাডেমিক এবং ব্যক্তিগত মঙ্গল। নিশ্চিত করে। সমগ্র ব্যক্তিকে লালন-পালনের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে, ক্যাথলিক স্কুলগুলি বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি পরিপূর্ণ জীবনের জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে॥

প্রভু যিশুখ্রিস্টের জীবন: খ্রিস্টমণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার প্রাণ

নিকোলাস এস ঘরামী

আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট বলেছেন, আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন; আমার মধ্যদিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না" *(যোহন ১৪ অধ্যায় ৬ পদ)*। এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের সন্তানরূপে জীবনযাপন করে স্বর্গে গিয়ে প্রেমময় পিতার আনন্দময় অনন্ত জীবনের অংশীদারী হওয়ার জন্যই মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। মানব জীবনের এই উদ্দেশ্যসাধনের প্রকৃষ্ট উপায় হলেন স্বয়ং প্রভু যিশুখ্রিস্ট, কারণ তিনিই পথ, সত্য ও জীবন। আর এই সত্য জীবন পথে চলার দিক নির্দেশনা প্রভু যিশু যেমন তাঁর শিষ্যদের দিয়েছেন তেমনি আজও মণ্ডলী, তার ধর্মশিক্ষার মধ্যদিয়ে আমাদের দান করছেন। এখন প্রথমেই একটি প্রশ্ন হতে পারে ধর্মশিক্ষা কি? সাধারণভাবে ধর্মশিক্ষা বলতে বুঝায়, মানুষ যা নিজের মধ্যে ধারণ করে এবং যে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের আলোকে নিজের জীবন পরিচালিত করে তাই হলো ধর্মশিক্ষা। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে খ্রিস্ট ধর্মশিক্ষা বলতে বুঝায়, যে ব্যক্তি খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও খ্রিস্টের জীবন অনুসরণ করে নিজের জীবন পরিচালিত করে এবং নিজের মধ্যে তা ধারণ করে তাই হলো খ্রিস্ট ধর্মশিক্ষা। এই শিক্ষার আলোতে জীবনযাপন করে আমরা যিশুকে অনুসরণ করার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের আপন জন হয়ে উঠি। তাই সাধু যোহন তার ২য় পত্রের ১ম অধ্যায়ের ৯ পদে বলেছেন, "যে কেউ খ্রিস্টশিক্ষার পথে না থেকে তার বাইরে পা বাড়ায়, সে ঈশ্বরকে পেতেই পারে না; আর যে সেই শিক্ষার পথেই থাকে, সে পিতাকেও পায়, পুত্রকেও পায়।" সেজন্য আমাদের চিন্তাধারা যদি খ্রিস্টের চিন্তাধারার মতো হয়; আমাদের কর্মধারা যদি তারই কর্মের অনুরূপ হয়; আর আমাদের জীবনযাপন যদি খ্রিস্টের জীবনীশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে আমরা তাঁরই মতো প্রেমময় পিতা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠবো।

মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা

আমাদের কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা অনুসারে, প্রভু যিশুখ্রিস্ট তাঁর পরম ভালবাসায় আমাদেরকে জীবন যাপন ও পরকালের জীবন লাভের জন্য শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তিনি পিতার কাছ থেকে যা শিখেছেন, তাই আমাদের শিখিয়েছেন। তাই আমাদের জীবনে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দান হৃদয় বা অন্তরের একটি সবিশেষ ক্রিয়া। আমরা জাগতিক বা পারমার্থিক যে বিষয়েই শিক্ষা দান বা গ্রহণ করি না কেন, তা শেষে আমাদের অন্তর বা হৃদয়কে গভীরভাবে আলোড়িত করে, সচেতন করে, আমাদের আত্মার সম্পর্কে আমরা অভিহিত হই। আর প্রভু যিশুর জীবনের আলোকেই মণ্ডলী পরম্পরাগত ভাবে মানুষকে সেই শিক্ষাই দিয়ে আসছে। মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণা ও প্রভু যিশুখ্রিস্টের ঐশরিক ও মানবীয় জীবন আদর্শে ভক্তসমাজের জীবনকে আলোকিত করা। যাতে খ্রিস্টবিশ্বাসী সকলে মুক্তিদাতা প্রভু যিশুখ্রিস্টের জীবনের আলোকে নিজেদের জীবন পরিচালিত করে। তাই মণ্ডলী তার প্রারম্ভ থেকে অদ্যাবধি যে ধর্মশিক্ষা আমাদের দিয়ে আসছে তা তো অন্য কিছু নয় বরং স্বয়ং প্রভু যিশুর জীবন। অর্থাৎ আমাদের প্রভু যিশু তার ঐশ সত্ত্বা ও মানব সত্ত্বার মধ্যে মিলন এবং তার মানবিক ও ঐশরিক মূল্যবোধের আলোকে জীবন যাপন করেছিলেন তারই শিক্ষা আজ মণ্ডলী আমাদের দান করে। কারণ যিশু যে শিক্ষা পদ্ধতি ব্যাবহার করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর, বাস্তবিক ও আমাদের জীবন অভিমুখে যাত্রায় একান্ত সহযোগী। সেজন্য মথি ৭ অধ্যায় ২৮-২৯ পদে আমরা দেখতে পাই যে, "লোকেরা তাঁর এমন ধর্মশিক্ষায় বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে গেল। তিনি তো শাস্ত্রীদের মতো উপদেশ দিতেন না, দিতেন অধিকার প্রাপ্ত মানুষের মতো।" আর তাই যিশুর জীবন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং একই ঐশরিক শিক্ষায় অধিকার প্রাপ্ত হয়ে আজও ধর্মশিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। যেমনটি আদিমণ্ডলীতে দেওয়া হতো, এখনও মণ্ডলী দিয়ে যাচ্ছে এবং আগামীতেও দিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করি।

ধর্মশিক্ষার উৎস, বিষয়সমূহ ও দায়িত্ব

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিল ও কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা অনুসারে, আমাদের প্রভু যিশু নিজে মণ্ডলী স্থাপন করেছেন এবং মণ্ডলীর দায়িত্ব কি তাও তিনি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। একই সাথে মণ্ডলী কিভাবে তার ভক্তসমাজকে ঐশরাজ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে তাও উল্লেখ করেছেন। আর তাই প্রভু যিশু খ্রিস্টের জীবন ও তাঁর বাণীই হলো মুলত খ্রিস্টমণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার প্রধান উৎস বা প্রাণ। সাধু পল তিমথীর কাছে তার ১ম পত্রের ১ অধ্যায়ের ১১ পদে বলেন যে, "ধর্মশিক্ষা তো রয়েছে মঙ্গলসমাচারে, যে মঙ্গলসমাচার পরম ধন্য ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করে, যে মঙ্গলসমাচার প্রচারের দায়িত্ব আমাদেরই হাতে দেওয়া হয়েছে।" অর্থাৎ মঙ্গলময় ঈশ্বরের জীবনদায়ী বাণীর শিক্ষা, ভালবাসার পরম্পরাগত ঐতিহ্য এবং সর্বোপরি আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশু যিনি স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর জীবনই হলো ধর্মশিক্ষার প্রধান উৎস। তাই উক্ত বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে আমাদের মাতা মণ্ডলী প্রধানত যে তিনটি স্তম্ভের আলোকে ধর্মশিক্ষা দিয়ে থাকে তা হলো:

ক) পবিত্র বাইবেল

খ) মণ্ডলীর ঐতিহ্য

গ) মণ্ডলীর পিতৃগণের শিক্ষাসমূহ

অর্থাৎ ধর্মশিক্ষা মাত্রই পবিত্র শাস্ত্রের ও খ্রিস্টমণ্ডলীর জীবন্ত ঐতিহ্যের, খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রকৃত শিক্ষাদানকারী কর্তৃপক্ষের, আর সমভাবে খ্রিস্টমণ্ডলী পিতৃগণের, আচার্যগণের ও সাধুসাধ্বীগণের পরম্পরাগত আধ্যাত্মিক সম্পদের শিক্ষাকে বিশ্বস্তভাবে ও ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করবে, যাতে খ্রিস্টীয় নিগূঢ় রহস্যসমূহ সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করা যায় এবং ঐশজনগণ বিশ্বাসে নতুন সজীবতা লাভ করে। একইসাথে ধর্মশিক্ষা পুরাতন ও নতুন বিষয়সমূহই তুলে ধরবে, কেননা খ্রিস্টবিশ্বাস সর্বদাই এক ও অভিন্ন, আবার সর্বদাই চিরনতুন আলোকরশ্মির মতো। তাই ধর্মশিক্ষা দানের ক্ষেত্রে যে বিষয়সমূহ আবশ্যিক তা হলো:

ক) মণ্ডলীর বিশ্বাসমন্ত্র

খ) উপাসনা ও সংস্কারসমুহ

গ) খ্রিস্টীয় জীবন পদ্ধতি

ঘ) খ্রিস্টীয় প্রার্থনা সমূহ

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিল আরো বলে, আমাদের পবিত্র মাতা মণ্ডলী তার ঐশ প্রতিষ্ঠাতার কাছ থেকে সকল মানুষের কাছে মুক্তির রহস্য ঘোষণা করার এবং খ্রিস্টে সব কিছু নতুন করে গড়ে তোলার আদেশ পেয়েছে। এই অদেশক্রমেই সে মানুষের গোটা জীবনের কল্যাণ সাধন করার জন্য দায়বদ্ধ। স্বর্গীয় জীবনাহ্বানের সাথে পার্থিব যা কিছুর সম্পর্ক আছে তার কোনকিছুই এই দায়িত্বের বহির্ভূত নয়; সুতরাং শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের কাজে মণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য মানুষের গোটা ব্যক্তিত্বকে গঠন করা, যে সমাজে সে বাস করে তার কল্যাণ সাধন করা এবং পরিণত বয়সে সমাজে তার যে দায়িত্ব কর্তব্য আছে তা পালনের জন্য তাকে প্রস্তুত করে তোলা। তাই এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে অবিরাম সাধনার দ্বারা প্রকৃত স্বাধীনতার অন্বেষণ করে, অবিচল সাহস ও অধ্যবসায়ের গুণে সমস্ত বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করে নিজেদের জীবনকে যথার্থরূপে গড়ে

তোলার জন্য তারা নিজেরাই ক্রমাগত অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। একইসাথে সকল খ্রিস্টভক্ত, আর্থৎ যারা জল ও পবিত্র আত্মায় নবজন্ম লাভ করে, ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার জন্য আহূত হয়েছেন এবং বাস্তবেই ঈশ্বরের সন্তান হয়েছেন, তাদের সকলেরই খ্রিস্টীয় শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা আমাদের আরো বলে, আমরা মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও পরিপক্কতা লাভের জন্য যে শিক্ষার কথা বলেছি খ্রিস্টীয় শিক্ষা যে শুধুমাত্র তাই করে তা নয়, উপরন্তু সে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে পরিত্রাণ রহস্য সম্বন্ধে ক্রমাগত জ্ঞান দান করা, যাতে বিশ্বাসের যে মূল্যবান দান তারা পেয়েছেন, সেই দানকে তারা যেন প্রতিনিয়ত অধিকতর মর্যাদা দিতে শিখেন।

ধর্মশিক্ষা দানের দায়িত্বের ক্ষেত্রে ভাতিকান মহাসভার দলিল আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, পিতামাতার পবিত্র ভালবাসার মধ্য দিয়েই সন্তানেরা জীবন পায়, তাই সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষায় গড়ে তোলার প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব পিতামাতার। কারণ পিতামাতা ঈশ্বরের ভক্তি ও ভালবাসা এবং প্রতিবেশির প্রতি ভালবাসার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পরিবারে এমন পরিবেশ গড়ে তোলে যেখানে তারা তাদের সন্তানদের অখণ্ড ব্যক্তি সম্পর্কিত সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়। আবার সর্বোপরি পবিত্র বিবাহ সংস্কারের অনুগ্রহ এবং দায়িত্ববোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ খ্রিস্টীয় পরিবারই উপযুক্ত পরিবেশ যেখানে সন্তানেরা দীক্ষাস্নান সংস্কারের মধ্যদিয়ে যে বিশ্বাস লাভ করেছে, সেই বিশ্বাস অনুযায়ী পিতা ঈশ্বরকে জানতে, সেবা করতে এবং তাকে ভালবাসতে শিক্ষা লাভ করে থাকে। আর মাতৃস্বরূপ মণ্ডলীর দায়িত্ব হচ্ছে তার ভক্ত সন্তানদের জন্য এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করা, যার ফলে তাদের গোটা জীবন খ্রিস্টের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হবে। আর খ্রিস্ট জীবন ভিত্তিক এই ধর্মশিক্ষা মানুষের বিশ্বাসকে আলোকিত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলে, একই সাথে জীবনকে খ্রিস্টের মনোভাবের সাথে সংহতিপূর্ণ করে গড়ে তোলে, পবিত্র উপাসনায় অর্থপূর্ণভাবে এবং আগ্রহভরে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে ও প্রৈরিতিক কাজে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। তাই মণ্ডলী বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যারা শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত ও যাদের হাতে শিশু কিশোরদের তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে, তাদের জীবনাদর্শ যেন সুন্দর ও প্রৈরিতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়।

পরিশেষে, বলতে চাই যে আমাদের ধর্মশিক্ষা দানের পদ্ধতি যেন যিশুর শিক্ষার আদলেই পরিচালিত হয়। কারণ যিশু তার শিষ্যদের ও যারা তাকে অনুসরণ করতেন তাদেরকে জীবনের বাস্তবতার আলোকে শিক্ষা দিতেন, যাতে তারা খুব সহজে তা বুঝতে পারেন ও নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারেন। তেমনি আমরাও যেন ধর্মশিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করি ও সেই মতো আমাদের যিশু খ্রিস্টের জীবন এবং তার শিক্ষার আলোকে শিক্ষা দেই। আমাদের এও মনে রাখতে হয় যে, ধর্মশিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সাহায্য করা যেন তারা যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করে এবং সেইবিশ্বাসে তারই নামে জীবন লাভ করে, আর সেই জীবনে শিক্ষা ও গঠন লাভ করে হয়ে ওঠে এক খ্রিস্টদেহেরই অংশ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. বিশপ প্যাট্রিক ডি' রোজারিও ও অন্যান্য, কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, সি.বি.সি.বি. সেন্টার, ২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

২. ফা: ফ্রান্সিস গমেজ সীমা ও ফা: বার্ণাড পালমা, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী,

৩. সচিত্র খ্রিস্টধর্মসার, প্রভু যিশু গির্জা, কলকাতা-৭০০০১৬

৪. মঙ্গলবার্তা বাইবেল (নব সন্ধি)॥

মহাশান্তি গমনের ১৪তম বছর

প্রয়াত টনি জন গমেজ

জন্ম: ২১ নভেম্বর, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২৭ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

শুলপুর ধর্মপল্লী।

তোমরা ছিলে এই ধরণীতে
গিয়েছো চিরশান্তির নীড়ে
রেখে গেছো দুঃখের স্মৃতিগুলো
যা রয়েছে আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে।

পার্থিব এই জগত ছেড়ে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে তোমরা চলে গেছ আমাদের নিঃস্ব করে। কিন্তু তোমরা রয়েছো আমাদের সকলের হৃদয় মাঝে। আজও আমরা পারি না তোমাদের চিরতরে চলে যাওয়ার ক্ষণকে মেনে নিতে। থেকে-থেকে মনে পড়ে হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় কান্নাভরা কণ্ঠে বাঁচার তাগিদে, একবার বাড়িতে যাবার জন্য বলতে "মাগো, আমি বাড়ি যাবো"। আজও আমরা ভুলতে পারি না। পরম করুণাময় তোমাদের আত্মার চিরশান্তি দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

মা : শ্যামলী গমেজ
বাবা : হেবল গমেজ
শুলপুর ধর্মপল্লী, মুন্সীগঞ্জ।

মহাশান্তি গমনের ৮ম বছর

প্রয়াত সুরুজ যোসেফ গমেজ

পিতা : মৃত অনিল গমেজ

জন্ম : ১৯ মার্চ, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

শুলপুর ধর্মপল্লী।

বিজ্ঞ/২২৫৩/২৩

কাথলিক খ্রিস্টধর্ম শিক্ষাদানে সন্ন্যাসব্রতীর ভূমিকা

সিস্টার ইউজিনিয়া আরএনডিএম

যিশু বলেছেন যাও, জগতের সমস্ত সৃষ্টির কাছে আমার নাম প্রচার করো।

ক. ভূমিকাঃ ২য় ভাতিকান মহাসভার আশা ছিল যেন খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রেরিতিক ও পালকীয় মিশনকর্ম যথার্থভাবে প্রকাশ করা হয়, এবং মঙ্গল বাণীর সত্যের দীপ্তপ্রভা খ্রিস্টের মহামহীম ভালোবাসাকে সন্ধান ও গ্রহন করার জন্য সকল মানুষকে উদ্ভাসিত করে। *(এফেসীয় ৩:১৯)*। মহাসভা সমাপ্তি হবার পরেও খ্রিস্টমন্ডলীর জীবনকে অনুপ্রাণিত করার কাজ থেকে বিরত হয়নি। খ্রিস্টধর্মের শুরু থেকেই ধর্ম শিক্ষাদানের আহ্বান এসেছে তোমরা বিশ্বের সর্বত্র যাও আমার মঙ্গল সমাচার প্রচার কর। এটা তো যিশুর নিজের মুখেরই কথা। ঈশ্বরকে এবং মানুষের জন্য তাঁর অসীম ভালোবাসা জানিয়ে দাও। প্রবক্তা এবং যিশুর শিষ্যেরা তাদের জীবন দিয়ে যিশু সম্পর্কে তার পরিচয়, তাঁর কাজ ইত্যাদি করে গেছেন। তাই এই কাজ চালিয়ে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব।

খ. ধর্ম শিক্ষা দানে সন্ন্যাস ব্রতীর ভূমিকা

বর্তমান বাস্তবতায় কাথলিক ধর্ম শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশপ, যাজক, সিস্টার, ব্রাদার, সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ শিক্ষাঙ্গণে ধর্ম শিক্ষা দান করেন। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এই শিক্ষা যথেষ্ট নয়। সময় কম থাকায় সুশিক্ষা পাওয়া থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়। পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসের জীবন যাপনে গভীর করে তোলা আবশ্যক। এ দায়িত্ব পিতা-মাতা, স্কুল-শিক্ষক মণ্ডলী এবং প্রবীণ গুরুজনদের। এছাড়া ধর্ম শিক্ষার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। আমাদের ধর্ম শিক্ষা পুস্তকে বিশ্বাসের গভীরতার অভাব রয়েছে। ধর্ম শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর জন্য অনেক আকর্ষণীয় করে তোলা প্রয়োজন। এজন্য সন্ন্যাসব্রতীদের নবায়নযোগ্য পদ্ধতি বিষয়বস্তুর উপর দক্ষতা ও ট্রেনিং প্রাপ্ত হতে হবে। সানডে ক্লাস করার মন-মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। সবচেয়ে আসল কথা হলো যে, একজন সেবাকর্মী যিনি মঙ্গলবাণীর আলোকে জীবন যাপন করেন, তার অন্তরে Commitment এর উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ার বইতে হয়, তবেই তারা আদর্শ ধর্ম শিক্ষক হয়ে ওঠবেন। তাদের ব্যক্তি জীবনে যিশুর পরিচয় থাকবে এবং তা অন্যের জীবন আলোকিত করার জন্য উৎসাহিত হবে। আরো বলা যায় যে, নিজের সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে উদার ও সাহসী মানুষ হতে হবে। প্রেরিত শিষ্যরা যেমন করে পৌল করেছেন। ধর্ম শিক্ষার মূল মন্ত্র প্রচারে ফেরিওয়ালা হতে হবে। বিভিন্ন সংঘ-সমিতি, দল, যুবক-যুবতীদের সাথে জীবন আলোচনা ও সহভাগিতা করার মন মানসিকতার মনোভাব গড়ে তোলা আবশ্যক। তবেই সমাজ বিশ্বাসে দৃঢ় হবে। বর্তমান বাস্তবতায় সমাজ হিমশিম খাচ্ছে। সমাজকে সাহায্য করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তা বলতে পারি। মানুষ চায় আমরা তাদের কাছে যাই, তাদের কথা শুনি। বাংলাদেশের মানব সমাজ অতিথি পরায়ন এবং গ্রহণীয় মনোভাবের মানুষ। সুখবর ও বিশ্বাসের কথা সহভাগিতার ক্ষেত্র বিশাল। তারা সরল বিশ্বাসী মানুষ। তাই এভাবেই শিক্ষা দান ফলপ্রসু হবে। গোটা সমাজ উপকৃত হবে।

কবিগুরুর ভাষায় বলা চলে,

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে...

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

পরিশেষে বলতে পারি যে, যারা খ্রিস্টবিশ্বাসীদের শিক্ষা দেন-তারা যেন হয়ে ওঠবেন সবার কাছে সবকিছু। *(১করি ৯:২২)* যেন সবাইকে খ্রিস্টের কাছে নিয়ে আসতে পারেন। তারা সচেতন এবং আনন্দ সহকারে শিক্ষা দিবেন এই প্রত্যাশা সকলের নিকট রইলো॥

প্রয়াত বিমল গিলবার্ট রোজারিও
জন্ম: ১৮ মে, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ০১ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: দড়িপাড়া, দড়িপাড়া ধর্মপল্লী
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই-
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই!"

আমাদের বাবা বিমল গিলবার্ট রোজারিও গত ১ জুন আমাদের ছেড়ে পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। বিগত মে মাসের প্রথম দিকে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি গ্রামের বাড়িতে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। কিন্তু মাসের শেষের দিকে তাঁর অবস্থা কিছুটা খারাপের দিকে গেলে ৩০ জুন বারডেম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ১ জুন, বৃহস্পতিবার, রাত ৯:৩০ মিনিটে তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করেন।

কর্ম জীবনে শুরুর দিকে বাবা কাস্টমস অফিসে কাজ করেন। এরপর তিনি কিছু সময় নিজ উদ্যোগে ইলেকট্রনিক্স ব্যবসা করেন। পরবর্তীতে ব্যবসা ছেড়ে বাবা কারিতাসে চাকুরি নেন। কিছুকাল কারিতাসে কাজ করার পর ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৩ তুমিলিয়া ক্রেডিটে কর্মরত ছিলেন। এ সময় তিনি দড়িপাড়া ক্রেডিটে ও সেবাদান করেন।

আমাদের বাবা আজীবন একজন প্রার্থনাশীল মানুষ ছিলেন। যখন থেকে আমরা বুঝতে শিখেছি, তখন থেকেই তিনি আমাদের প্রার্থনা শেখান এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় সকলকে নিয়ে রোজারি মালা প্রার্থনা করতেন। প্রার্থনার পাশাপাশি আমাদের পড়াশোনার ব্যাপারে তিনি খুবই যত্নশীল ছিলেন। প্রার্থনা ও পড়াশোনার ব্যাপারে তিনি কখনোই ছাড় দেননি। ছোট বেলা থেকেই দেখেছি বাবা প্রতিদিন ভোরে গীর্জায় যেতেন। আমরা ভাইবোনেরা বাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ নিজ অবস্থান গড়েছি।

আমাদের বাবা ছিলেন একজন সৎ ও আদর্শবান মানুষ।

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাবাকে কখনো কোনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করতে দেখিনি। যেকোনো সমস্যায় বাবা ঈশ্বরের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। তিনি একজন পরোপকারী মানুষ ছিলেন।

বাবার অসুস্থতায় এবং তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যারা পাশে ছিলেন এবং প্রার্থনা ও পরামর্শ দিয়ে আমাদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রার্থনা করি প্রেমময় পিতা ঈশ্বর যেন আমাদের বাবাকে তাঁর অনন্তধামে স্থান দেন। সকলকে আমাদের বাবার আত্মার চিরশান্তি কামনায় প্রার্থনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

পক্ষে-
পরিবার ও আত্মীয়বর্গ

বিজ্ঞ/২৫০/২৩

১২

সাধ্বী মারীয়া মাগ্‌দালেনা: পুনরুত্থানের প্রথম সাক্ষী ও ঘোষণাকারী

ডিকন রাসেল আন্তনী রিবেরু

যিশুর মা ছাড়াও পবিত্র বাইবেলের নব সন্ধিতে যে কয়েকজন মহিলার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে মারীয়া মাগ্‌দালেনা অন্যতম। মারীয়া মাগদালেনাকে বেশিরভাগ সময়ই লাজারের বোন বেথানীর মারীয়ার সাথে এবং লুকের মঙ্গলসমাচারের ৭:৩৬-৩৯-এ উল্লেখিত পতিতা নারী যিনি চোখের জলে যিশুর পদযুগল ভিজিয়ে দিয়েছিলেন এবং নিজের মাথার চুল দিয়ে পদযুগল মুছিয়ে দিয়ে চুম্বন করে তাতে সুগন্ধি তেল লেপন করেছিলেন - তাদের দু'জনের সাথেই মিলিয়ে দেখা হয়ে থাকে। কিন্তু পবিত্র বাইবেল এর সপক্ষে কোন সাক্ষ্য বহন করে না। বর্তমানে বাইবেল ভাষ্যকারগণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মারীয়া মাগ্‌দালেনা ও লাজারের বোন মারীয়া এক ব্যক্তি নন, তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি; ঠিক তেমনি লুকের মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত অনুতাপিনী ও পাপিনী নারীও মারীয়া মাগ্‌দালেনা নন। মারীয়া মাগ্‌দেলানা হলেন সেই নারী যার মধ্য থেকে যিশু সাতটি অপদূত তাড়িয়েছিলেন এবং তাঁকে দেহ ও আত্মায় সুস্থ করে তুলেছিলেন। পবিত্র বাইবেল এই সাক্ষ্য দেয় যে, মারীয়া মাগ্‌দালেনা হয়ে উঠেছিলেন যিশুর শিষ্যা। যিশু ও তাঁর শিষ্যদের প্রচার কাজে যারা সহযোগিতা করেছিলেন তাদের মধ্যে মারীয়া মাগ্‌দালেনা ছিলেন অন্যতম। যিশুর প্রচারকাজে মারীয়া মাগ্‌দালেনা যিশুকে অনুসরণ করেছেন। তিনি ছিলেন সেই নারী যিনি যিশুর ক্রুশের তলায় তাঁর মায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মারীয়া মাগ্‌দালেনা পরিত্রাতা যিশুর ক্রুশমৃত্যু এমনকি সমাধিস্থান পর্যন্ত যিশুকে অনুসরণ করেছেন। এভাবে মারীয়া মাগ্‌দালেনা হয়ে উঠেছিলেন মুক্তিদাতা যিশুর ভালোবাসার মানুষ যাকে যিশু বেছে নিয়েছিলেন তাঁর গৌরবময় পুনরুত্থানের প্রথম সাক্ষী হতে।

পবিত্র বাইবেলে মারীয়া মাগ্‌দালেনা

মঙ্গলসমাচারগুলো মারীয়া মাগ্‌দালেনাকে উপস্থাপন করে যিশুর শিষ্যা, ক্রুশে তাঁর যন্ত্রণাময় মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী এবং পুনরুত্থানের প্রথম সাক্ষী হিসেবে। চারটি মঙ্গলসমাচারে ১২ বার (কারো কারো মতে ১৩ বার) মারীয়া মাগ্‌দালেনার নাম উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে ১১ বারই সরাসরি যিশুর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কীত। লুকের মঙ্গলসমাচারে *(লুক ৮:২-৩)* উল্লেখ রয়েছে যে, "মাগ্‌দালেনা নামে পরিচিত মারীয়া" যাকে যিশু সাতটি অপদূত থেকে মুক্ত করেছিলেন। সাতটি অপদূত তাড়ানোর বিষয়টি প্রথমে মার্কের মঙ্গলসমাচারেই উল্লেখ করা হয়েছে *(মার্ক ১৬:৯)*। মঙ্গলসমাচারে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে এরচেয়ে বেশি কিছু পাওয়া যায় না। লুকের মঙ্গলসমাচারের ৮ অধ্যায়ে তাঁকে দেখা যায় যিশুর প্রচারকাজে সেবাকারিণী দলের সদস্য হিসেবে। মারীয়া মাগ্‌দালেনাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি লেখা হয়েছে যোহনের মঙ্গলসমাচারের ২০ অধ্যায়ে। চারটি মঙ্গলসমাচারেই তাঁকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় যিশুর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সময়।

পতিতা হিসেবে ইতিহাসে ভুলভাবে আখ্যায়িত

যদিও প্রচলিত বিশ্বাস বা ধারণা ছিল যে, মারীয়া মাগ্‌দালেনা একজন পতিতা ছিলেন কিন্তু এর সপক্ষে মঙ্গলসমাচার কোন সাক্ষ্য বহন করে না। যিশু তাঁর মধ্য থেকে সাতটি অপদূত তাড়িয়েছিলেন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি অনৈতিক জীবন যাপন করেছিলেন। ঐতিহ্যগতভাবে অনেক সময়ই লুকের ৭ অধ্যায়ে উল্লেখিত পাপিনী নারীর সাথে তাকে যথোপযুক্ত কারণ ছাড়াই মিলিয়ে দেখা হয়েছে। ৫৯১ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহান গ্রেগরী তাঁর পুনরুত্থান দিবসের উপদেশে মারীয়া মাগ্‌দালেনাকে লুক ৭:৩৭-এ বর্ণিত পাপিনী নারী ও বেথানীর মারীয়ার সাথে পাশাপাশি স্থাপন করেন যেন তাঁরা একই ব্যক্তি। এরপর থেকে মণ্ডলীতে বিভিন্ন শিল্প-কলা, উপাসনা, প্রচারে মারীয়া মাগ্‌দালেনাকে পতিতা, অনুতাপী পাপিনী নারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু ঐশতত্ত্ববিদগণ ও বিভিন্ন পোপ এই ধারণার বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন যেহেতু পবিত্র বাইবেলে এর সপক্ষে কোন সাক্ষ্য নেই। তাঁরা একজন শিষ্যা হিসেবে মারীয়া মাগ্‌দালেনার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন যিনি পুনরুত্থিত খ্রিস্টে তাঁর বিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করতে প্রেরিত হয়েছিলেন।

যিশুর প্রচারসঙ্গী ও মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়ক

সাধ্বী মারীয়া মাগ্‌দালেনা মঙ্গলসমাচারে উল্লেখিত এমন একজন নারী ব্যক্তিত্ব যিনি মঙ্গলসমাচার ছড়িয়ে দিতে এক কার্যকরী ও মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছেন। যিশু তাঁর শিষ্যদের মধ্য থেকে ১২ জন পুরুষকে বেছে নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে মনোনীত করেছিলেন যেন "তারা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, তিনি তাদের প্রচার করতে প্রেরণ করবেন" *(মার্ক ৩:১৪-১৫)*। মণ্ডলীর স্তম্ভ ও নতুন ঐশ জনগণের পিতা এই ১২ জনের সাথে শিষ্যদলে থাকার জন্যে অনেক নারীকেও বেছে নেয়া হয়েছিল যারা তাদের নানাবিধ দক্ষতাসহ যিশুর চারিদিকে আবর্তিত হয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন। যেসব নারী তাদের নিজেদের সামর্থ দিয়ে যিশুকে সহায়তা প্রদানের জন্যে তাঁর অনুসরণ করেছিলেন তার এক প্রাঞ্জল উদাহরণ হলেন মারীয়া মাগ্‌দালেনা *(দ্র. লুক ৮:২-৩)*।

কালভেরীর পথে যিশুর সাথে যাত্রা ও ক্রুশের তলায় মারীয়া

মারীয়া মাগ্‌দালেনা শুধু যিশুর প্রচারের সময়ই সঙ্গী হননি তিনি যিশুর চরম দুঃখ-কষ্ট, বেদনার সময়ও উপস্থিত ছিলেন ও যাত্রা করেছেন। মঙ্গলসমাচার আমাদের এই সাক্ষ্য দেয় যে, এই নারী অন্য নারীদের সাথে যিশুর পুরুষ শিষ্যদের মতো যিশুর যাতনাভোগের সময়ে তাঁকে ত্যাগ করেননি *(দ্র. মথি ২৭:৫৬, ৬১; মার্ক ১৫:৪০)*। মঙ্গলসমাচারে মারীয়া মাগ্‌দালেনা যিশুর জীবনের নাটকীয় মুহূর্তে উপস্থিত থাকেন যখন তিনি কালভেরীর পথে অন্যান্য নারীর সঙ্গে যিশুর সহযাত্রী হন যারা একটু দূরে থেকে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছিল। সমস্ত ভয়-ভীতি দূরে রেখে তিনি মা মারীয়া এবং যিশুর প্রিয়তম শিষ্য যোহনের সাথে যিশুর ক্রুশের তলায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর এই কর্ম প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন সেইসব মানুষদের অন্যতম যারা যিশুকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত। মারীয়া যিশুর শিষ্যদের মত যিশুকে অস্বীকার করেননি কিংবা ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়েও যাননি কিন্তু সমাধিগুহায় স্থাপন করা পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে যিশুর নিকটে ছিলেন। আরিমাথিয়ার যোসেফ যখন যিশুর মৃতদেহ সমাধিস্থানে রাখছিলেন যা একটি পাথর দ্বারা বন্ধ করা হয়েছিল তিনি তখনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

পুনরুত্থিত যিশুর সাথে সাক্ষাৎ

সপ্তাহের প্রথম দিন সকালে অন্ধকার থাকতেই তিনি সমাধিগুহার কাছে ফিরে এসেছিলেন এবং দেখতে পান সমাধিগুহার মুখ থেকে পাথরটি সরানো অবস্থায় রয়েছে। তখন তিনি দৌড়ে ছুটে গিয়ে পিতর ও যোহনকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। তখন তারা দ্রুত শূন্য সমাধিগুহার নিকট ছুটে আসেন এবং দেখতে পান যে সেখানে যিশুর দেহটি নেই। শিষ্য দু'জন ফিরে গেলেও মারীয়া কান্নারত অবস্থায় যিশুর সমাধিগুহায় থেকে যান। তাঁর প্রাথমিক অবিশ্বাস ধীরে ধীরে বিশ্বাসে পরিণত

হয় যখন তিনি দু'জন স্বর্গদূতকে দেখতে পান এবং তাদের জিজ্ঞাসা করেন যে, তারা জানেন কিনা যিশুর দেহটি কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার পরপরই তিনি স্বয়ং যিশুকে দেখতে পান কিন্তু তাঁকে চিনতে পারেন নি। মারীয়া যিশুকে বাগানের মালি বলে মনে করেন। যিশু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন কেন তিনি কাদছেন এবং কাকে খুঁজছেন। মারীয়া উত্তরে বলেন: "দেখুন, আপনিই যদি তাঁকে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে দয়া ক'রে বলুন, কোথায় রেখেছেন তাঁকে। আমি নিজে গিয়ে তাঁকে তুলে নিয়ে আসব।" তখন যিশু তাঁকে নাম ধরে ডাকেন: "মারীয়া!" আর তখনই মারীয়া যিশুকে চিনতে পেরে বলে উঠেন: "রাব্বুনি!" - হিব্রু ভাষায় শব্দটির অর্থ 'গুরুদেব'। যিশু তখন তাঁকে বলেন, "না, অমন ক'রে আঁকড়ে ধ'রো না! আমি তো এখনও ঊর্ধ্বলোকে পিতার কাছে যাইনি। তুমি বরং আমার ভাইদের কাছে যাও এবং তাদের বল: যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, আমি এবার ঊর্ধ্বলোকে তাঁর কাছেই যাচ্ছি!" *(যোহন ১০ অধ্যায়)*।

মারীয়া যিশুর পুনরুত্থানের প্রথম ঘোষণাকারী

পুনরুত্থিত যিশুর সাক্ষাৎ পাবার পরই মারীয়া মাগ্দালেনা ছুটে যান শিষ্যদের কাছে এই সুখবর জানাতে। তিনি তাদের বলেন যে, "আমি প্রভুকে দেখেছি" *(যোহন ২০:১৮)* এবং যিশু তাঁকে যেসব কথা বলেছেন তাও তিনি তাদের অবগত করেন। যিশুকে অনুসরণ করা নারী শিষ্যাদের মধ্যে মারীয়া মাগ্দালেনাই প্রথম মৃত্যুর ওপর যিশুর বিজয়ের কথা ঘোষণা করেন। তিনিই ছিলেন প্রথম যিনি যিশু যে পুনরুত্থান করেছেন তা ঘোষণা করেছেন। তাই তাঁকে বলা যায় 'পুনরুত্থানের আনন্দময় বার্তার প্রথম ঘোষণাকারী'।

মারীয়া মাগ্দালেনা: প্রেরিতদূতদের প্রেরিতদূত

পুনরুত্থিত যিশুকে দর্শনলাভের প্রথম সৌভাগ্যবতী ব্যক্তি হিসেবে মারীয়া মাগ্দালেনা যিশু কর্তৃক প্রেরিতশিষ্যদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন পুনরুত্থানের মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে। যিশু কর্তৃক মঙ্গলবাণী ঘোষণার জন্য প্রেরিত হওয়ার এই দিকটি বিবেচনা করে মণ্ডলীর প্রথম দিকের পিতৃগণ, সাধু টমাস আকুইনাস ও পোপ সাধু ২য় জন পল তাঁকে "প্রেরিতদূতদের প্রেরিতদূত" (Apostle of the Apostles) বলে আখ্যায়িত করেছেন। পোপ সাধু ২য় জন পল তাঁর পত্র *Mulieris Dignitatem*-এ সাধ্বী মারীয়া মাগ্দালেনাকে এই উপাধির মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে বর্ণনা করেছেন সেইসব মহিলাদের একজন হিসেবে যারা যিশুর ক্রুশমৃত্যুর সময় তাঁর পাশে থাকার মধ্যদিয়ে ছিলেন প্রেরিতশিষ্যদের চেয়েও শক্তিশালী। মারীয়া মাগ্দালেনাকে সাধু টমাস আকুইনাস তাঁর অসাধারণ ভূমিকা সম্বন্ধে লিখেছেন: "প্রথম মানবের কাছে একজন নারী যেমন মৃত্যুর বাণী ঘোষণা করেছিলেন, ঠিক তেমনি প্রেরিতদূতদের কাছে জীবনের বাণী ঘোষণায়ও একজন নারী ছিলেন প্রথম (*Super Ioannem, ed. Cai, 2519*)।

মারীয়া মাগ্দালেনার পর্ব

পাশ্চাত্যে মারীয়া মাগদালেনার প্রতি ভক্তি ছড়িয়ে পড়ে ডমিনিকানদের দ্বারা যারা তাঁকে তাদের একজন প্রতিপালিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে দয়ার বর্ষে পোপ ফ্রান্সিস মারীয়া মাগ্দালেনার বার্ষিক স্মরণ দিবসকে পর্বে উন্নীত করার কথা বলেন যা প্রেরিতদূত এবং মঙ্গলসমাচার রচয়িতা ও প্রচারকদের উপাসনিক উদ্যাপনের সমমর্যাদাপূর্ণ। তাঁর নির্দেশে এ ব্যাপারে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন যিশু হৃদয়ের মহাপর্বের দিনে একটি নির্দেশনামা জারি করা হয় যেটির মাধ্যমে মারীয়া মাগ্দালেনার স্মরণ দিবস পর্বে উন্নীত করা হয় ও রোমীয় পঞ্জিকায় তা অন্তর্ভূক্ত করা হয়। মারীয়া মাগ্দালেনা তাঁর জীবনে যিশুর প্রতি ভালোবাসার অনুপম নিদর্শন ও প্রমাণ রেখেছেন ক্রুশের তলায় দাঁড়িয়ে। ঈশ্বর মারীয়া মাগ্দালেনাকে মহান করেছিলেন তাঁর অপরিসীম কৃপার দ্বারা। তাই তিনি পেয়েছিলেন ঐশকৃপার সন্ধান এবং হয়ে উঠেছিলেন যিশুর পুনরুত্থানের প্রথম সাক্ষী ও ঘোষক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. পোপ ১৬শ বেনেদিক্ট: সূচনালগ্নের খ্রীষ্টমণ্ডলী, প্রেরিতদূতগণ ও তাদের সহযোগীবৃন্দ, ফাদার তুষার জেমস গমেজ (অনুবাদক) ও ফাদার সিলভানো গারেল্লো (সম্পাদিত), যশোর, জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২০১১।

২. তার্পিন, জোয়ান: খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাসে নারী, নিকোলাস বিশ্বাস নীলু (অনুবাদক) ও ফাদার সিলভানো গারেল্লো (সম্পাদিত), যশোর, জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৫।

3. PASTORINO, Miguel: *'Was Mary Magdalene a Prostitute?'*, Aleteia (Online Version, Published on 4/2/2018)

4. https://www.vaticannews.va/en/saints/07/22/st--mary-magdalene--disciple-of-the-lord-.html.

বাইবেল আমার জীবন সাথী

যিশু বাউল

বাইবেল পরম স্রষ্টার জীবন বাণী
চিরন্তন আলোক-জ্যোতি,
বাইবেলে বিশ্বাসী জনতার জীবনের গতি
নিত্য দিনের পথ নির্দেশনা; জীবন সাথী।

বাইবেলের বাণী
জীবনের পরম বিভূ-আলোকে প্রভা,
সত্যময় জীবন পথে চলার অনুপ্রেরণা
পার্থিব জীবন যাত্রায় দেয় সঠিক ঠিকানা।

বাইবেল ঈশ্বর-মানুষের বন্ধুত্বের সন্ধি
শত কথা, শত বাণী,
শত উপদেশের উৎস ভূমি,
শত ভাষণে বর্ণিল রেখায় বাইবেল
জীবন সাথী
নিত্যদিনের পথ চলায় অমানিশা বিনাসকারী।

বাইবেল ভক্তের জীবনে আশার আলো
পথ আনন্দময় ছন্দে আনে নতুনত্ব,
তপস্যা নাশের জীবনী শক্তি হয়ে
বাইবেল কথা বলে সত্য-সুন্দরের বর্ণমালতে।

বাইবেল ঐশ প্রত্যাদেশের পূর্ণতা
মানবিক শিক্ষা ও শুদ্ধ-সুন্দর জীবন গড়ার আহ্বান,
প্রেম গীতির বার্তা বহন করে
জীবন গড়ার আঙ্গিনায়
নিমন্ত্রণ জানায় সকলের মানব
মর্যাদা রক্ষা করার।

তাই, বাইবেল সর্বকালের; সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ উপহার
যা রচিত আত্মিক প্রেরণায়, ঐশ পরিকল্পনার পূর্ণতায়,
জীবন গড়ার ধ্যান জ্ঞানে বাইবেল যে নিত্য নতুন সবার মনে
অনন্ত অসীম পথ যাত্রায় বাইবেলেই সর্বক্ষণের আলোক দিশা॥

কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকো না, বরং একে অন্যের জন্যে চিন্তা কর

ক্ষুদীরাম দাস

আমরা সত্যিই খুবই ব্যস্ত আছি। ব্যস্ততা আমাদের অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে আছে। এই ব্যস্ততা থেকে সরে দাঁড়ানোর মতো সুযোগ আমরা পাই না। আর এই ব্যস্ততা আমাদের কোণঠাসা করে রেখেছে প্রতিনিয়ত। এমনকি নিজের জন্যেও একান্ত কিছুটা সময় কাটানোরও সুযোগ হয় না ব্যস্ততার কারণে।

আমরা কাজের ব্যস্ততায় নিযুক্ত। তাই আমাদের বিক্ষিপ্ত মন অস্থির ও বিভক্ত ভাবনায় জড়িয়ে। যেখানে হয়তো কূলকিনারাও নাই। এমনই যে, জগৎকে জয় করতে সদা তৎপর; অথচ হায়, নিজেকেই হারাতে বসেছি! আর আমরা বিপদেও কারো সহানুভূতি কিংবা সহযোগিতা পাই না কখনো কখনো। কেননা সকলেই ব্যস্ত; কেউ সময় দিতে পারে না। আবার আমিও কারো বিপদে এগিয়ে যেতে পারি না-আমার সময় নেই, আমিও ব্যস্ত। এভাবে অনেকেই ব্যস্ত; যেন কেউ কারোর দিকে তাকানোরও সময় নেই। দয়ালু শমরীয় গল্পে যাজকের সময় নেই, পকেটে টাকা থাকলেও লেবীয়েরও সময় নেই আহত ব্যক্তিকে সহযোগিতা করার মতো। স্বার্থপর মিশ্রিত মানসিকতা ব্যস্ততা আমাদের এড়িয়ে চলার কৌশল শেখায় প্রতিনিয়ত। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যস্ততার অন্ধজালে আমরা রপ্ত করে ফেলেছি এড়িয়ে চলার কায়দা-কৌশল!

মায়ের উদর থেকে জন্ম নিয়ে শৈশব, কৈশোর, যৌবন থেকে দেখতে দেখতেই বার্ধক্যে পৌঁছে যায়। আবার অনেকের সে সৌভাগ্যটুকুও হয় না। কৈশোর বা যৌবনেই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যেতে হয়। বার্ধক্যে বড় একা হয়ে যান অনেকে। চারপাশে একটা সমবয়সী মানুষও অবশিষ্ট থাকে না আর। নতুন প্রজন্মের সাথে বসবাস করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে যান। খুঁজে ফেরেন হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো। স্মৃতি ও মানুষগুলো! সত্যিই জীবন খুব সংক্ষিপ্ত। আর এই সংক্ষিপ্ত জীবন স্বার্থপরতায় পূর্ণ থাকে কারো কারো। অন্যের জন্যে ভাবার সময় কোথায়? তবে সবকিছু যখন হারিয়ে যায় তখনই আমরা খুঁজি। অবশেষে ভাবতে থাকি, কী যেন জীবনে হারিয়ে ফেলেছি। কারণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বৈকি! নিঃসন্দেহে সময়ের সঙ্গে সবারই ব্যস্ততা বাড়ছে। মানুষ ক্রমেই ব্যস্ত থেকে ব্যস্ততর হয়ে উঠছে। এমন সময়ে সম্পর্কের গোড়ায় নিয়ম করে পানি দেয়ার সময় কোথায়? কিন্তু দিন শেষে দেখা যায়, কেবল সম্পর্কটাই সত্যি। আর সবই মিথ্যে। সঙ্গীকে যত সময় দেবেন, সম্পর্ক হবে ততই শক্তিশালী। সারাদিন কেবল কাজ আর কাজ। এর কোনো ফাঁকে সম্পর্কের বাঁধন আলগা হয়ে গেল, আপনি টেরই পেলেন না। তবে আপনি সম্পর্কের যত্ন নেবেন কখন?

যে ব্যস্ততা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি উদাসীনতা তৈরি করে সে ব্যস্ততাও উপভোগ্য জীবনের ব্যস্ততা নয়। ব্যস্ততার অর্থ যদি হয় শুধুই টাকা ও সম্মানের সন্ধান, যশ-খ্যাতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তবে সেটাও উপভোগের ব্যস্ততা হতে পারে না। আমি উপরে উঠতে উঠতে অনেক উপরেই উঠে গেলাম; কিন্তু আমার পিতা-মাতাকে ভুলে গেলাম-এই ব্যস্ততার সঠিক মূল্য কী হতে পারে! যে ব্যস্ততা ধর্মে-কর্মে শিথিলতা আনে, আপনজনকে দূরে রাখে সেটাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে কি? এটা শক্তি, মেধা ও সময়ের অপচয় ছাড়া কিছুই কি হতে পারে? আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা বা উন্নয়ন বা পুণ্যের না হলে তা কখনো স্বার্থকতা আসে না। দেহ মনকে সবসময় ইতিবাচক কাজের মধ্যে রাখার যে তৎপরতা সেই ব্যস্ততার মধ্যেই রয়েছে জীবন উপভোগের সকল উপকরণ। ভালো থাকতে হলে সদাসর্বদা কোনো না কোনো কাজের মধ্যেই থাকতে হবে আমাদের।

নিয়মিত ব্যস্ততার মধ্যে পরিবার, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবর রাখার কথা ভুলে যাওয়া নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যস্ত আমাদের থাকতেই হবে। কেননা ব্যস্ত থাকা মানেই ভালো থাকা। ব্যস্ত মনের দেয়াল ভেদ করে হতাশা ও হীনম্মন্যতা প্রবেশ করতে পারে না কখনো। ফলে জীবন হয়ে ওঠে বেশ উপভোগ্য-এটাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু যে ব্যস্ততায় স্বার্থপরতা স্পষ্ট, সেই ব্যস্ততার কী মূল্য থাকে? অন্যের জন্যে যদি এতটুকু চিন্তা জাগ্রত না হলো-তাহলে অনুভূতি আমাদের ভোতা হয়েছে বলেই আমরা মনে করি। আর অনুভূতি ভোতা হলে মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঘটে। তাই কাছের সম্পর্কগুলোর প্রতি শত ব্যস্ততায়ও যত্নশীল হওয়া উচিত। এতে জীবনকে দারুণভাবে উপভোগ করা যায়। বাস্তবে এমনও মানুষ রয়েছে, পরস্পরের সাথে দীর্ঘদিন কোনো যোগাযোগ নেই-সম্পর্ক নেই। তখন পরস্পরের প্রয়োজনেও কেউ কাউকে কাছে পায় না। আমরা কতোই না অজুহাত দিই। অথচ অনেক সময় আমরা কোথাও যাওয়ার পথেও জ্যামে আটকা পরি। তখন ইচ্ছা করলেই প্রিয় মানুষগুলোর সাথে কথা বলে নিতে পারি। আবার কোথাও কোনো কারণে বা অকারণে অযথা দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। তখন মা বাবার খোঁজ নিতে পারি। সেটাও যদি সম্ভব না হয়; তাহলে মেসেঞ্জার, হোয়্যাটসঅ্যাপ, ইমোতে, ম্যাসেজে জানিয়ে দিতে পারি অনেক কথা। আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে আমরা অন্যদের কথাও চিন্তা করতে পারি। একটু সহানুভূতি দিয়ে হলেও মানুষের উপকারের কথা চিন্তা করতে পারি। টাকা না থাকলেও ইচ্ছা থাকলেই আমরা অন্যের উপকার করতেই পারি। আমরা একজনকে বা আত্মীয়কে উপহার হিসেবে কিছু প্রদান করেও নিজের অস্তিত্ব আর স্মৃতি জমা রাখতে পারি। তখন শত ব্যস্ততা থাকলেও চোখে পরলেও মনের টান একটু হলেও হতে পারে। সত্যিই উপহার কিন্তু 'ব্যথানাশক'। ছোটখাটো দুঃখ এক তুড়িতে উড়িয়ে দেয়া যায় রঙিন কাগজে মোড়ানো উপহারে। তখন অবহেলা করে ব্যস্ততা দেখানোর কৌশলগুলোর মৃত্যু হয়। মনের অহঙ্কারের পরাজয় ঘটে। সম্পর্কে বা অন্যের প্রতি উপকার করতেও তখন অহঙ্কারের মৃত্যু হয়। ইচ্ছাশক্তির কারণেই ব্যস্ততা শব্দটির কোনো স্থান থাকে না। শত ব্যস্ততার ভিড়েও প্রিয় মানুষগুলো খোঁজ-খবর নিতে তৎপর হবে।

নিজের জন্যে নানাবিধ কাজের চাপ আমরা গ্রহণ করি। সবই লাভের জন্যে, উন্নয়নের জন্যে। তবে এতো পরিকল্পনার ভিড়ে নিজের জন্যে, আর পরিবারের জন্য সময় বের করতে পারি না। সেখানে অন্যের জন্যে ভাবার সময় কোথায়? অন্যের জন্যে উপকার করারই বা মানসিকতা কীভাবে জেগে উঠবে! অন্যের জন্যে চিন্তা করার মতো শিক্ষাটাও আমরা লাভ করতে পারি না; শুধুমাত্র নিজের স্বার্থের কারণে।

আমরা এতো ব্যস্ত আছি যে, পবিত্র বাইবেল পড়তেও আমাদের সময় হয় না। তাছাড়া প্রার্থনা করা, প্রভুর প্রশংসা করা বা গির্জায় যাওয়াতেও আমাদের ব্যস্ততা রয়েছে। আমাদের সময়ের বড়ই অভাব দেখা দিয়েছে

প্রভুর জন্যে। কিন্তু কিভাবে আমরা প্রভুকে সময় দিতে পারি সেটাও আমাদের ভাবার সময় নাই। সুতরাং আমাদের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কও দুর্বল হতে চলেছে। কিন্তু আমরা এমনটা মোটেও চাই না। কেননা এতে করে আমরা হারিয়ে যাবো ঈশ্বর থেকে, অনেক দূরে! আমরা আমাদের শিক্ষাগত ব্যস্ততা, কর্মক্ষেত্রের ব্যস্ততা অথবা সাংসারিক বিভিন্ন কাজে আমাদের ব্যস্ত জীবনযাপন করতে হয়। তবে সত্যিই কেউ কেউ ঈশ্বরের কাছে আসার জন্যে পরিকল্পনা করে থাকে, কিন্তু দৈনন্দিন ব্যস্ততায় আমাদের অনেক সময় প্রভুর সান্নিধ্যে আসা ও তাঁর প্রশংসা করা অসম্ভব হয়ে পরে।

দৈনন্দিন বিভিন্ন ব্যস্ততার মাঝে আমাদের সময় অতিবাহিত হলেও আমাদের উচিত, ঈশ্বরের জন্যে সময় বের করে নেয়া। আমরা যে কোনো সময় ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারি। দাঁড়িয়ে, বসে, বাহনে আরোহণ অবস্থায়ও বাইবেল পড়তে পারি বা প্রভুকে স্মরণ করতে পারি। বাইবেলের দানিয়েল, যোসেফ সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যেও ঈশ্বরকে ভুলে যাননি। প্রভুর প্রশংসা করেছিলেন বলে তাদের জীবন ঈশ্বর রক্ষা করেছিলেন ও উন্নত করেছিলেন। আমরা বাইবেল পড়ার জন্যে দৈনন্দিন বিভিন্ন ছোট ছোট সুযোগকে কাজে লাগাতে পারি। হয়তো ব্যস্ততার কারণে দীর্ঘক্ষণ বাইবেলের অংশ পাঠের মত আদর্শ সময়ের অপেক্ষা না করে যখন, যেখানে, যে অবস্থায় সুযোগ পাবো অল্প অল্প করে বাইবেল পড়তে পারি। দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে, যানবাহনে যাতায়াতের সময় অথবা কারো জন্যে অপেক্ষার সময়ের সুযোগগুলোকে আমরা বাইবেল পাঠের মাধ্যমে কাজে লাগাতে পারি। প্রভুর প্রশংসার জন্যে আমাদের সময় তৈরি করা উচিত। এতে আমরা প্রভুর শক্তিতে প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ থাকবো এবং দারিদ্র্যতা আমাদের জীবন থেকে দূর হবে। ঈশ্বরের সান্নিধ্যে না থাকলে আমাদের অভাব কখনো দূর হবে না। সেই সাথে অন্যের সেবার জন্যেও আমাদের জীবন উৎসর্গ করা উচিত। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ হওয়ায় এখন অনেকেই মোবাইল নিয়ে উপাসনায় যোগ দেয়। তখন দেখা যায়, ইন্টারনেটে ব্যস্ত হয়ে যায়। অন্তত রোববারে আমাদের ব্যস্ততা ও লাভের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে গির্জায় যাওয়ার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অনেক সময় কিছু কিছু পরিবার এতোই ব্যস্ত হয়ে থাকে যে, তাদের সন্তানদেরও গির্জায় আনতে সময়-সুযোগ পায় না। তারা সন্তানদের গির্জায় আসতে উৎসাহিত করে না। আর এমন সন্তানরাই পিতা-মাতাকে একদিন বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতে পারে! তাছাড়া তারা ঈশ্বরের জন্যে সময় বের করতে পারে না, ঈশ্বর তাদের জীবনের পুরো সময়কে এমন ব্যস্ততায় নিয়ে যাবে যে, তার অভাব ও ব্যস্ততা কখনই শেষ হবে না। আর সত্যিই একটি সুন্দর জীবনের জন্যে, সঠিক পথের জন্যে ঈশ্বরের আরাধনা কতই না জরুরী আমাদের মানবজাতির জন্যে।

ঈশ্বরের লোক বা জ্ঞানী লোক কখনোই কাউকে ব্যস্ততার প্রকাশ করে না। যাজক ও লেবীয় ছিলো ফাঁকিবাজ। তারা সেবা করার অনিচ্ছায় এড়িয়ে গেছে একজন অসহায় মানুষকে কোনোভাবেই সাহায্য করেনি। সত্যিই এ জাতীয় মানুষ কৌশলে মানুষকে নিজের ব্যস্ততার কথা বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু সরাসরি মুখের উপর বলে দেন না যে, সে ব্যস্ত। এটা অত্যন্ত বাজে শোনায় এবং শুনতে দাম্ভিকতার মতো লাগে। এটা সত্যিই যে, এ জাতীয় মানুষ বা যারা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে তারা কখনো অন্যের দুঃখ-কষ্টকে উপলব্ধি করতে পারে না। আর এ জাতীয় মানুষ যে নিজেকেও এভাবে তিলে তিলে হারিয়ে ফেলে সেটাও বোঝার ক্ষমতা হারায়।

এটা সত্যিই যে, জীবনের একটা পর্যায়ে এসে আমরা অদ্ভুতভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এই ব্যস্ততার প্রলেপে ঢেকে যায় একের অপরের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয়তা। ব্যক্তিগত ব্যস্ততার নাম দিয়ে আমরা নিজেদেরকে সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখি। কেউ যদি কখনো প্রশ্ন করে 'কিরে, কোনো খোঁজ-খবর রাখিস না কেন!' তখন আমরা অনায়াসে বলে দিই 'আসলে এখন তেমন করে কারো সাথেই কথা হয় না, কারো মেসেজের উত্তর দেয়া হয় না।' এই কথাগুলো বলে আমরা বুঝিয়ে দিই ব্যক্তিগত জীবনে আমরা মহাব্যস্ত। আর এত ব্যস্ততার কারণে আপনজনদের ভালো-মন্দের খোঁজ নেয়ার সময়ই হয় না! আমরা একটি বারও ভাবি না, যে মানুষগুলো আমাদের খোঁজ রাখে তাদের জীবনেও ব্যস্ততা আছে; তবুও তারা মাঝেসাঝে জানতে চায় আমরা কেমন আছি। অনেক সময় আমরা সবাইকে এতটাই ব্যস্ততা দেখাই যে, কেউ চাইলেও আমাদের বলার সাহস পায় না 'আমি ভালো নেই,আমার মন ভালো নেই, তোমার কি একটু সময় হবে কথা বলার!' অথচ এই মানুষগুলোর সাথেই একটা সময় প্রতিদিন কথা হতো, একসাথে থাকা হতো, আর এই মানুষগুলোর ভালোবাসাতেই আমরা বেঁচে থাকতাম। ব্যস্ততার অজুহাতে আমরা খুব কাছে থেকে কেউ কারো মুখ দেখি না। কারো খারাপ সময়ে উপস্থিত থাকতে পারি না। পরে হঠাৎ করে কোনো একদিন গল্প শুনি; কারো কঠিন সময়ের গল্প। সেই সাথে এটাও আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমাদের জীবনে বিপরীত কিছু হতে পারে। আমাদের দুর্দিনেও আমরা কাছের মানুষকে পাবো না-একই কারণে! এটা যে কতোটা করুণ!

কিন্তু আমরা চাইলেই পারি এই কঠিন ব্যস্ত জীবনে কিছু সময় আপন মানুষগুলোর জন্যে ব্যস্ত হতে, সবার খোঁজ রেখে, ভালো-মন্দ গল্পগুলো ভাগ করে নিয়ে। মনে রাখা উচিত যে, জীবনের কোনো এক সময় কাছের মানুষগুলোই আমাদের দরকার পরবে। আসলেই আমাদের এমন হওয়া উচিত যে, মনের ভিতরের প্রিয়জনের প্রয়োজনীয়তা জীবনের কোনো ব্যস্ততা না বুঝা। বুঝা শুধু দু'টো কথা বলে, কিছু সময় পাশে থেকে শান্তি অনুভব করতে চাওয়া।

কিন্তু মানুষ খুবই আত্মকেন্দ্রিক। তারা শুধু নিজেকে নিয়ে আত্মমগ্ন থাকে। আত্মকেন্দ্রিক মানুষের জীবন শুধু নিজেকে ঘিরেই। অর্থাৎ সে শুধু নিজেতেই নিমগ্ন। তার নিজ জগতের বাইরে যে অন্য একটি জগত আছে তা' নিয়ে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ কিংবা মাথা ব্যাথা নেই। অনেক ক্ষেত্রে সে পরিবার থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। তার চিন্তা-চেতনায় 'আমিত্ব'' বরাবরই ঘুরে ফিরে আসে। তার মধ্যে জন্ম নেয় 'আমির'' প্রতি তীব্র বাসনা। এই আমি বা আমিত্বের কারণে মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় অহংবোধ, স্বার্থপরতা। নিজের সুখের আশায় অন্যের ক্ষতি করা কিংবা অন্যের সুখ তাচ্ছিল্য করাই তাদের স্বার্থপর করে দেয়। এখানে একটা কথা বলি, একসময় দেখা যেত আমাদের সমাজের তরুণরা সবাই কমবেশি বিভিন্ন সামাজিক বা ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণে ব্যস্ত থাকতো। আর এখন তাদের তেমন একটা পাওয়াও যায় না। তবে বর্তমানে তরুণদের একটি অংশ নিয়মিত সামাজিক কাজে অংশ নিলেও বৃহত্তর অংশ শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলেও এমনটা হচ্ছে বলে আমরা মনে করতে পারি। প্রযুক্তির প্রতি আসক্তি মানুষকে আরও আত্মমগ্ন করে তুলেছে। ধরুন, একটি পরিবারে পাঁচ জন মানুষ থাকলে তারা মোবাইল, টিভি কিংবা কম্পিউটার নিয়ে পাঁচ ভাবে ব্যস্ত। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও পারস্পরিক ভাব বিনিময় বা কথোপকথন অনেক কমে গেছে। এটা আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আগের সেই সোনালী দিনগুলো আমরা হারিয়ে ফেলেছি। একারণেই চারপাশে নানা অনিয়ম, অন্যায় দেখেও আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ভাবলেশহীন, নিশ্চুপ থাকে। কোন একজনকে বিপদে পড়তে দেখেও অন্যরা না দেখার ভান করে থাকে। মানুষ নিজ সুখ নিয়েই বেশি আত্মমগ্ন। যেমন-যাজক ও লেবীয় করেছিলো। (চলবে)

করোনা কাহিনী - ২

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

কালিসন্ধ্যার পর পুরান বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন আহাদ আলি চেয়ারম্যান। সাথে তাঁর ভাতিজা বক্কর। সে এখানে তাঁর বুড়ো মাকে দেখভাল করে। এ সময় মা তাঁর চেয়ারম্যান ছেলেকে ছাড়তে চাননি। বললেন, ও আহাদ এই রাইতে তুই যাইচ না বাবা! আইজকা থাক তুই আমার লগে।
না আম্মা। আরেক দিন।
আহাদ আলি চেয়ারম্যান বলেন, আইজ আমার যাওয়া লাগবো।
এইডা কি তোর বাড়ি না?
মায়ের কপালে আক্ষেপের ভাঁজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
তুমি বুঝনা আম্মা। কইলাম তো; যাওয়া লাগবো। দরকার। হাতে অনেক কাম।
কী কাম আবার বাবা? অহন তো চেরমেনি নাই। তয় এত কাম আবার কী?
ধুর বুঝো না। কইছি, কাম। আরেক দিন আইসা থাকব। ও আম্মা। বক্কররে নিয়া যাইতাছি। আমারে পৌঁছাইয়া দিয়া চইলা আসবো। ওই বক্কর আয় আমার লগে।
বৃদ্ধা মায়ের অনুরোধ আমলে না নিয়েই বারান্দা থেকে উঠানে পা বাড়ান আহাদ আলি চেয়ারম্যান।
চাচা! দাদী কইতাছে। আইজ থাহেন।
আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে, কাজের মেয়ে উম্মে হালিমা।
না রে হালিমা। আরেক দিন।
অই হালিমা তোর চাচারে ক থাকতে।
না গো আম্মা। যাই।
কেন রে বাবা!
যাই আম্মা। করুনার যা অবস্থা! দিন কাল, বড়ই খারাপ গো আম্মা।
ক্যান। আমার লগে ঘুমাইলে কি, তোর করুণা অইব বাবা?
ধুর আম্মা। আপনে বোঝেন না। আইছা যাই।
বাত খাইয়া যারে আহাদ।
আম্মা। মুড়ি খাইলাম তো।
যারে বাবা। যা। আবার আইচ। আল্লাহ ভরসা।
বক্করকে সঙ্গে নিয়ে পুষ্করিণীর দিকে পা বাড়ান আহাদ আলি চেয়ারম্যান। কিছু দূর এগিয়েই থমকে দাঁড়ান তিনি। সামনেই তাঁর সখের পুষ্করিণীটা ঝার জঙ্গলে ঢাকা পড়ে আছে। কত মাছের মাতামাতি ছিল এখানে। ছিল অগণিত হাঁসের কলরব। আর এখন কী আছে? কিছুই নেই! অযত্নে অবহেলায় বিরান পড়ে আছে চেয়াম্যানসাবের পুকুর!
চলেন চাচা। কী আন্ধার! আইজ মনে অয় আমাবইস্যা।
এক কাম কর বক্কর।
কী চাচা?
আমরা গোপাট দিয়া না যাইয়া, চল ঘুইরা যাই।
কেন চাচা?
নাহ্। ওইদিকে আইজ আর না। হারামজাদা ইনাম! ছলিম্যার এক নম্বর বান্দর পোলা!
কার কতা কন চাচা? হারামজাদা আবার কেডা?
আরে ধুর। তোর অই করোনা।
ও আইছা।
চল, আমরা বাজার ঘুইরা যাই।
হে তো, অনেক দূর চাচা!
চল বেটা। দরকার আছে।
পুষ্করিণীর পাড় ঘেঁষে অন্য পথে হাঁটতে থাকে দুজন। সত্য সত্যই, চারদিকে অমাবস্যার ঘন অন্ধকার জেঁকে বসেছে। রাতজাগা পোকাদের ঝাঁজালো আওয়াজ ঘনায়মান অন্ধকারকে আরও ভূতুড়ে করে তুলেছে।
আইছা চাচা। কইতাম পারেন, এই করুনা কবে যাইব দ্যাস থাইকা?
শোন বক্কর। তোর বয়েস কত?
হ চাচা। মুনে অয় চইদ্দ পনর।
তুই বুঝবিনা করুনা কবে যাইব।
ক্যান? বুঝুম না ক্যান চাচা? না বুঝার কী আছে?
পা চালা। তুই লেখাপড়া করেছিস?
হ চাচা। কেলাস ফোর।
শাব্বাশ বেটা!
হি হি শব্দ তুলে হাসে বক্কর। হাসতে গিয়ে, গলায় কাশি ওঠে।
হাসিস না বেক্কলের লাহান!
না চাচা। ঠাণ্ডা!
শোন। এই করুনা, সবে মাত্র শুরু হইছে। খেইল দেখবি পরে।
তারপর?
তারপর আবার কী? আমি যদি মজুখাঁ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান থাকতাম তবে ...
তবে?
তবে। এই হারামজাদা করুনারে, এ্যাত্ত বাড় বাড়তে দিতাম না।
-ঠিক কইছেন চাচা। তা কেমনে চাচা?
-কেমনে? দেখস না, ছলিম্যায় কী করতাছে?
-কী?
-আমি যদি, মজুখাঁর চেয়ারম্যান থাকতাম, সব মানুষরে যাইতা ধইরা কইতাম, কেউ বাড়ির বাইরে যাইতে পারবা না। ঘরের দরজা বন্ধ। খালি টিভি দেখবা। আমেরিকার মানুষ, তাই করতাছে। ট্রামরে চিনস? আমি হইতাম এই দ্যাশের ট্রাম। হেঃ আবার করুনা!
তাইলে?
তাইলে, করুনা শ্যাষ।
ঠিকই কইছেন, চাচা। ঘরে বইসা খালি, টিবি দ্যাকবো।
হ। আর শোন। একটু খাড়া। দেখি বাচ্চু মিয়া আছে কি না।
আহাদ আলি চেয়ারম্যান, বক্করকে নিয়ে, বাজারের কাছে চলে এসেছেন।
জিতেন শীলের সেলুন, খোলাই আছে দেখা যাচ্ছে। আজ আবার, কারেন্টও আছে দেখা যাচ্ছে। যা অবস্থা। এই এলাকায় কারেন্ট, এই আসে, এই যায়। তবে যায় বেশি। আসে কম। আহাদ আলি চেয়ারম্যান ক্ষমতায় থাকলে, এমন হতো না, কথা সত্য। ভোটের কী মজা, বুঝুক পাবলিক এইবার!
আহাদ আলি চেয়ারম্যানী যতীন শীলের সেলুনের সামনে এসে দাঁড়ান।
নমস্কার চেয়ারম্যান কাকা!
নমস্কার না। কও, স্লামালেকুম চেয়ারম্যান চাচা।
স্লামালেকুম।
হ্যাঁ। তো যতীন তুমি, বাচ্চু মিয়ারে দেখেছো?
জি। সে তো, এই আধা ঘণ্টা আগে খেউরি হইয়া গেছে।
আধা ঘণ্টা!
আপনে, মাখনের ওষুধের দোকানে দেখতে পারেন। তো ভালো আছেন, চেয়ারম্যান কাকা?
ধুর মিয়া। কাকা না! চেয়ারম্যান চাচা, কও।
হ্যাঁ কাকা। তো কেমন আছেন, চেয়ারম্যান চাচা?
হ্যাঁ ভালো। তো ভালো আর কী? ভালো থাকার যুগ তো শ্যাষ হইয়া গ্যাছে। তোমার ওই করুনা, যে ভাবে শুরু হইছে ...!
কথা ঠিক চাচা। সাবধানে চলবেন। কী দিন পড়েছে? চা খান চাচা।
না গো যতীন। দেখি, বাচ্চু মিয়া কোথায়। অই চল বক্কর।
সামনের দিকে এগিয়ে যায় দুজন। ইউনিয়ন পরিষদের কাছারি পেরিয়ে, দ্রুত সামনের দিকে এগোন আহাদ আলি চেয়ারম্যান। কাছারির ওদিকে, মানুষের হইচই শোনা যাচ্ছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, দেশে করুনা বইলা কিচ্ছু নাই। মানুষ একটুও সচেতন না! আর মানুষের দোষ কী? দায়িত্ব তো, বর্তমান চেয়ারম্যানের। হেঃ শালার ওই ছলিমুল্লা, কন্ট্রোল করবে করুনা! একলামুদ্দির 'মায়ের দোয়া টেইলার্স' পেরিয়ে, বটগাছের ও দিকটাতে এগিয়ে যান, আহাদ আলি চেয়ারম্যান।
উজানপুর বাজার। দেখলে মনে হয়, বাজার

ঠিকই আছে। কিন্তু নেই তার আগের সেই প্রাণচাঞ্চল্য।
কোথায় কী যেন, কিছু একটা ঘটনা ঘটে গেছে। এখন মানুষের চিত্তে নেই আগের মত সেই আনন্দ। নেই, প্রাণ খুলে কথা বলার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ। আচম্বিতে সকলেই যেন, নিজেদের গুঁটিয়ে নিয়েছে সকলেই একান্তে। সকলের মনেই সন্দেহ। কে যেন, চুপি চুপি 'করুনা' ছড়িয়ে দিচ্ছে!
আয়রে বক্কর।
চলেন চাচা।
দু'জনে এগিয়ে যায়, রাখালের হার্ডওয়ারের দোকানের দিকে।
এই, রাখাল!
নমস্কার কাকা।
আরে, বল স্লামালেকুম। বল চাচা।
হ, চাচা।
এই, বাচ্চুরে দেখছস?
না গো, চাচা। তয়, মিষ্টি খাইবেন চাচা? খুব ভালো রসগোল্লা!
নারে ভাতিজা। তোর অই মিষ্টি খাওনের দিন শ্যাষ! ডায়াবেটিসে ধরেছে। এখন, বাইচা থাকনই কঠিন বিষয়।
কন কী চাচা?
হ রে, ভাতিজা। যেই আমার চেয়ারম্যানি গেছে, অমনি ডায়াবেটিসে জাবড়াইয়া ধরেছে। বড়ই খবিশ আর বেতমিজ রোগ! এখন আর আগের মতন খাইতে পারি নারে ভাতিজা! এখন যেমন পয়সা আছে। খাবারেরও তো অভাব নাই। তো, সবই কপাল! খাইতে পারি না! এখন, না খাইয়া মরা ছাড়া গতি নাই!
আসোলেই চাচা?
তয়, আমি কি মিথ্যা কইতাছি? অই, চল বক্কর। বাচ্চুরে আর, খোঁজনের কাম নাই।
ফোন দেন।
ফোন থাকলে কি আর অরে খুঁজি। ভুলে ফোন রাইখা আইছি।
আপনেরও দেখি আমার মতন ভুলা মন!
কী কস্?
না চাচা!
সামনের বটতলার কাছেই, ঢালে লঞ্চ ঘাটার দিকে এগিয়ে যায় দু'জনে। ওলির লঞ্চঘাট এখানে। আহাদ আলি চেয়ারম্যান তাকিয়ে দেখেন, খাইছে! খালি একটা লঞ্চ, ভূতের লাহান খাড়াইয়া আছে! ভিতরে বাত্তিবুত্তির, কিছুই নাই! চারিদিকে কেমন, কব্বরের নিস্তব্ধতা!
চলরে বক্কর!
হ, চাচা।
কয়ডা বাজেরে বক্কর?
হ চাচা। পুনে আটটা তো বাজেই, মুনে অয়।
ঠিক। বাচ্চুরে খুঁইজা আর, লাভ নাই। ও মরুকগা, করুনায়।
ক্যান, চাচা?
আবার জিগায়। দরকারে, অরে পাইনা যখন।
কী দরকার, চাচা?
হ। দরকার আছে।
কন না, চাচা।
চেয়ারম্যানের অফিসে, পাঠামু তারে।
ক্যান, চাচা?
আমি, ইন্ডিয়া যামু।
আপনে ইন্ডিয়া যাইবেন, বাচ্চু চাচায় কী করবো?
সে, করুনা রিপোর্ট আনবো।
ও আইছা। কেন? আপনে যান। আপনে গেলে হয় না?
তুই আবার কী কস বক্কর? এই আহাদ আলি চেয়ারম্যান যাইব, ওই ছলিম্যার কাছে? বাদ দে। চল, ভাতিজা। খাইয়া আর, কাম নাই!
দু'জনে হাঁটতে থাকে, সাবধানে পা ফেলে।
আহারে, কী আন্ধার দেখছস? একটা টর্চও নাই লগে।
টর্চের, দরকার নাই।
ক্যান দরকার নাই? শত্রুর কী আর অভাব আছে? ওই বক্কর, তুই মুখোশ আনছস?
হ, চাচা। আনছি।
কয়টা?
ক্যান? একটাই।
দেছাই দেখি, ওই একটা।
চাচা! অইডা তো, আমার।
তোর, দরকার নাই। আমারে দে, ওটা।
চাচা! এইডা তো, আমি নাকে মুখে প্যাচাইছি।
দরকার আছে। তুই, কথা বেশি কস বক্কর! দে।
এই অন্ধকারে, কোন দিক থেইকা করুনায় এ্যাটাক করে!
আপনের মুখস, কই চাচা?
হারাইয়া গেছে।
হায়রে, ভুলা মন! চাচা। মুখসের কোন দরকার নাই। এখানে তো আর অন্য মানুষ নাই। খালি আপনে আর আমি।
গুলি মারি অন্য মানুষের। মুখস দে।
নেন চাচা। লাগান।
হ দে। বাইতে গেলে, তোর চাচি দেখবো আমার মুখে মুখস। বুঝছস?
তারপর, কী হইব চাচা?
আবার জিগায়! তারপর, তোর চাচি আমারে ঘরে ঢুকতে দিব।
মুখস না থাকলে, কী হইত?
আবারও জিগায়। সারা রাইত বারান্দায়, বইসা থাকতে হইত!
সব্বনাশ, চাচা! এই শীতের রাইতে ...।
হরে বক্কর। এইটা, তোর চাচির দোষ না। দোষ হইল গিয়া আমার কপালের। আমার চেয়ারম্যানি থাকলে, তোর চাচি এ্যাত্ত বাড় বাড়তে পারতো না। আর, ওই দজ্জাল করুনায় ও এ্যাত্ত মাততে পারতো না।
হাঁটতে থাকে দু'জন।
এ্যাই বক্কর। কইতে পারস, এই রাস্তা কার?
না চাচা। কেমনে কইতাম। মুনে অয়, সরকারের।
আরে ব্যাটা, আমার ...! সরকার কস ক্যামনে, হে? এই রাস্তাটা, আমার।
জানি না, চাচা।
তয়, এখন জাইনা রাখ। জাইনা রাখা ভাল। এই রাস্তা, আমার। ওই মসজিদ ...। কী কইতাছি?
হ চাচা। মসজিদ।
ওই যে, চাইয়া দ্যাখ। দ্যাখা যায়?
হ চাচা। কী?
মসজিদ।
ওদিকে তো, খালি আন্ধার চাচা। জঙ্গলে ভরা।
তুই, জানোস না। ওদিকে খোলা চালার উত্তরে, একটা মসজিদ আছে। অক্ত হইলেই, ওদিক থাইকা মাইকে আযান শুনতে পাইবি।
হ, চাচা।
তোর ওই মসজিদটাও, আমার।
জি।
আর ওইদিকে দ্যাখ, ওই মাদ্রাসাটাও আমার।
আপনের জমিতে, আপনে বানাইছেন বুঝি?
তয়, কেটায় বানাইছে? তোর, ওই ছলিম্যা চাচায়?
তা জানি না চাচা।
জাইনা রাখ। এগুলি আমি আহাদ আলি চেয়ারম্যান নিজে বানাইছি। মনে রাখিস, তোর এই আহাদ আলি চেয়ারম্যান চাচায়।
আপনের, নিজের পকেটের পয়সা দিয়া?
পয়সা নারে, বক্কর। টাকা। আমার টাকা।
আপনের, এ্যাত্ত টাকা?
তুই দ্যাখ, আমার পুরান বাড়ি। দ্যাখ, নতুন বাড়ি। এমন বিল্ডিং আছে কি, এই মজুখাঁয়?
তো, সরকারও কিছু দিয়েছে।
ও আইছা। সরকারের মসজিদ, মাদ্রাসা বুঝি, এখন আপনের?
ধুর ব্যাক্কল। আমার দেওয়া, আরও অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা, পাঠশালা আবার হিন্দুগো মন্দিরও আছে, এই মজুখাঁয়। আমি এগুলা, আমার নিজের হাতে বানাইছি।
আপনে দেহি, চাচা বাঘের বাচ্চা!
ঠিকই কইছস রে, বক্কর! তোরে ...।
আমারে, কী চাচা?
জিলাপি খাওয়ামু।
হাচা?
হরে, ভাতিজা। তোর চাচিরে কমু, ঘরে না ইস্পেশাল জিলাপি আছে। আনো তো দেখি। আমার ভাতিজা বক্কর আইজ গরম গরম জিলাপি খাইব!
চাচা! আপনে বাড়ি যাইয়া আমার মুখোশটা কিন্তুক ফেরত দিয়েন মুনে কইরা। আপনের তো আবার ভুলা মুন!

কোথায় আছে, কেমন আছে মা

ক্লারা রাখী গমেজ

কোন এক বছরের ১৪ আগস্ট সকাল। একটি হাসপাতালের বেডে একজন মা লেবার পেইনে কষ্ট পাচ্ছিল। তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডাক্তার নরমাল ডেলিভারি করলো। কিন্তু বাচ্চাটা কাঁদছিল না। মা শত কষ্টের মাঝেও প্রার্থনা করতে লাগলো যেন তার বাচ্চাটা বেঁচে থাকে। কিছুক্ষণ পর বাচ্চাটা কেঁদে উঠলো। মা সব কষ্ট ভুলে হেসে উঠলো। কিছুদিন পর বাচ্চাটা আবার অসুস্থ হল এবং মা সারা রাত জেগে প্রার্থনা করে, নির্ঘুম রাত পার করে তাকে সুস্থ করলো। বাচ্চাটা একটি মেয়ে।

মায়ের খুব ইচ্ছে মেয়েটাকে খুব ভালোভাবে পড়াশুনা করিয়ে, নিজের পায়ে দাঁড় করাবে। মেয়েটা খুব ভাল একটা স্কুলে পড়াশুনার সুযোগ পেলো। মা তাকে সুযোগ্য একজন মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিতে থাকলো। ধীরে ধীরে মা তার বন্ধু হয়ে ওঠে। মা যেমন তার সাথে সব কিছু বলতো, গল্প করতো, মেয়েটাও সব কিছু মাকে না বলে থাকতে পারতো না। বাবা যখন সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকতো, তখন মা মেয়ে ছিল একজন আরেকজনের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বছর গড়িয়ে অনেকটা সময় চলে যায়। মেয়েটা স্কুল আর কলেজের সব পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলো। মা আর বাবা সব সময় তাকে শুধু পড়াশুনো করতে উৎসাহ দিত। আমাদের সমাজে মেয়েরা একটু বড় হলে যেটা হয় যে, অনেক বিয়ের সম্বন্ধ আসতে থাকে, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত পাড়া প্রতিবেশির যেন ঘুম হয় না। মেয়েটার ক্ষেত্রেও তাই হল। কিন্তু তার বাবা মা শুধু বলত যে, সে যদি বিয়ে না হতে চায় তা হলে তাদের কোন আপত্তি নেই। সে নিজেও বিয়ে হতে চাইত না। কিন্তু ওই যে বললাম কোন যোগ্য মেয়ে যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন সবার যেন শান্তি হয় না। মেয়েটার আত্মীয় স্বজনরাও এমনভাবে তার বাবা মাকে বোঝাতে লাগলো যে, শেষ পর্যন্ত মেয়েটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়েতে রাজি হয়। সে শুধু চিন্তা করতো যে তার তো কোন ভাই নেই, তার বিয়ের পর বাবা মাকে কে দেখবে? বিয়ের পর সে অস্থির হয়ে থাকতো কবে মার কাছে যেয়ে কদিন থেকে আসবে। দুই বছর পর তার একটি ছেলে হল। তার পর থেকে যখনই সুযোগ হতো, বাবা মার কাছে চলে যেত আর তারাও নাতিকে পেয়ে খুব আনন্দে থাকতো। মেয়েটা ভালো একটা স্কুলে চাকরিও পেয়ে গেলো।

২০২০ খ্রিস্টাব্দ। সারা পৃথিবীতে আঘাত হানলো করোনা ভাইরাস। চারিদিক থেকে শুধু মৃত্যুর খবর। মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা থম্‌কে গেলো। একদিন মেয়েটার মা ফোন করে বলল যে, তার বাবা খুব অসুস্থ। সে ছেলেটাকে রেখে মা বাবার কাছে ছুটে গেলো। তার বাবার স্ট্রোক হয়েছিল। সে বাবাকে হসপিটালে ভর্তি করলো। তখন মহামারির জন্য কাউকে সে কাছে পেলো না। প্রায় ১০ দিন সে বাবাকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ করলো। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাবাকে শায়িত করলো অনন্ত নিদ্রায়। শুরু হলো তার আরেক যুদ্ধ, মাকে বাঁচানোর যুদ্ধ।

মাকে একা রেখে সে কিভাবে থাকবে সেই চিন্তায় তার ঘুম কমে গেল, আগের মতো সেরকম আনন্দ উল্লাসও ভালো লাগে না। ছুটি হলেই মায়ের কাছে চলে যেত। মাও অস্থির হয়ে শুধু জিজ্ঞেস করতো "আবার কবে আসবি?" মাকে ভালো রাখার জন্য সব কিছু সে করার চেষ্টা করতো। মাকে ডাক্তার দেখানো, মায়ের সব প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে দেয়া, নতুন নতুন খাবার অর্ডার করে খাওয়ানো, সমস্ত কিছুই সে করতে লাগলো। মা-ও অস্থির হয়ে থাকতো কখন তার মেয়েটা ফোন করবে, কবে আসবে তার কাছে। এভাবে একরকম দিনগুলো চলে যাচ্ছিলো। মেয়েটা যেমন তার মায়ের একমাত্র অবলম্বন ছিলো, মাও মেয়েটার একমাত্র ভরসার মানুষ ছিল, যার কাছে দিনের শেষে সব মনের কথা খুলে বলা যায়। কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা আমাদের সর্বদা মেনে নিতে হয়।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, জুন মাস। মেয়েটি কাজে থেকে ফিরে প্রতিদিনের মতো মাকে কল করে যাচ্ছে। ওপ্রান্ত থেকে কোন সাড়া নেই। মেয়েটি পাগলের মতো ছুটে গেলো। গিয়ে পেলো মায়ের নিথর দেহ। সে একটা পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলো। ঈশ্বর কেনো এতটা নিষ্ঠুর হলো যে তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ, তার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে তার জীবন থেকে নিয়ে গেলো? সে কিভাবে বাঁচবে, সে জানে না। মেয়েটির নাম ক্লারা রাখী গমেজ, হ্যাঁ, এটা আমার কাহিনী, আমার মা বাবার কাহিনী। আমার বাবা মা কোথায় আছে, কেমন আছে, খুব জানতে ইচ্ছে করে। আমি তোমাদের অনেক ভালোবাসি; কিন্তু আমি সত্যি তোমাদের হারিয়ে একটা পাথরের মূর্তি হয়ে গেছি॥

বন্ধু

এডভোকেট এ কে এম নাসির উদ্দীন

বন্ধু যদি ভাল হয়
জীবন হয় মধুময়।
বন্ধু যদি খারাপ হয়
জীবনে আসে পরাজয়।
ভাল বন্ধুর সঙ্গ পেলে
জীবনে সফলতা সহজেই মেলে।
খারাপ বন্ধু সঙ্গী হলে
জীবন চলে যায় রসাতলে।
বন্ধু যদি ভাল হয়
বিপদের সময় পাশে রয়।
বন্ধু যদি খারাপ হয়
বিপদের সময় পাশে নাহি রয়।
ভাল বন্ধুকে যদি সঙ্গী করা যায়
জীবনে বহু ভাল কিছু পাওয়া যায়।
যদি খারাপ লোকের সাথে বন্ধুত্ব হয়
অনেক ক্ষেত্রে জীবন যাবার থাকে ভয়।
ভাল বন্ধু যদি ধনী হয়
দরিদ্র বন্ধু আর্থিক সাহায্য পায়।
খারাপ বন্ধু যদি ধনী হয়
দরিদ্র বন্ধুর সব কিছু লুটে পথে বসায়।
বন্ধু যদি ভাল হয়
জীবন চলার পথ সুগম হয়।
বন্ধু যদি খারাপ হয় জীবন চলার পথ
দুর্গম হয়।
বন্ধু যদি জ্ঞানী হয়
সে বন্ধুর কাছ থেকে ভাল
জ্ঞান পাওয়া যায়।
আর বন্ধু যদি অজ্ঞানী হয়
সে বন্ধুর কাছ থেকে খারাপ কিছু
শেখা যায়।
খারাপ বন্ধুকে মোরা সর্বদা করব বর্জন
খারাপ বন্ধুর থেকে হয় না ভাল
কিছু অর্জন।
বন্ধু দিবসে মোদের এ হোক পণ
ভাল বন্ধুই মোদের সব চেয়ে
বেশি প্রয়োজন॥

পবিত্র ক্রুশ খ্রিস্টানদের পরিচয়

ফাদার আবেল বি রোজারিও

প্রভু যিশুর যাতনাভোগের পুণ্য শুক্রবারের উপাসনার ৩টি অংশ-বাণী উপাসনা,পবিত্র ক্রুশের আরাধনা ও খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ। এই ৩টি অংশের মধ্যে পবিত্র ক্রুশের আরাধনা বা অর্চনাই বেশি প্রাধান্য পায়। এই পবিত্র ক্রুশই খ্রিস্টানদের আত্মপরিচয়। এর উপরেই আমি একটু সহভাগিতা করতে চাই।

১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে আমি যাচ্ছিলাম দিনাজপুর শান্তিরানী সিস্টারদের নির্জনধ্যান পরিচালনা করতে। সন্ধ্যার বাসে রওনা দিলাম। আমি যে সিটে বসা তার সামনে একজন যুবতী মেয়ে বসা। আমি ব্যাগ থেকে প্রার্থনার বইটি বের করে রাতের প্রার্থনা করলাম। মেয়েটি আমাকে লক্ষ্য করছিল। প্রার্থনা শেষে আমি ক্রুশ চিহ্ন করে প্রার্থনা বইটা ব্যাগে রাখলাম। মেয়েটি আমাকে প্রশ্ন করল আপনি কি খ্রিস্টান ? আমি বললাম হ্যাঁ, আমি খ্রিস্টান। তৎক্ষণাৎ মেয়েটি বলল- আপনার ক্রুশ কোথায়? আমি শার্টের ভিতর থেকে ক্রুশ বের করে বললাম এই তো আমার ক্রুশ। আমি বললাম তুমি এমন প্রশ্ন কেন করলে? মেয়েটি বলল-আমি ইডেন কলেজের ছাত্রী। আমার এক খ্রিস্টান বান্ধবী আছে, ওর গলায় আমি সবসময় ক্রুশ দেখি। হ্যাঁ ঠিকই ক্রুশই খ্রিস্টানদের আত্মপরিচয় ।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধকালে সেপ্টেম্বর মাসে আমি ৪ জন সদ্য গেরিলা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক তাদের বাড়ি ভাওয়াল অঞ্চলে বালুচরা মিশন থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিলাম খুব সকালে । রাত ৯ টায় আমরা ময়মনসিংহ পৌছলাম। আমার ক্রুশটা শার্টের উপরে রেখেছিলাম । রাজাকার দল আমাদের আটকালো এবং বলল, আপনারা তো হিন্দু তাই না? আমরা উওর দিলাম, আমরা খ্রিস্টান। খ্রিস্টানদের পরিচয় কি? তখন আমরা আমাদের ক্রুশটা দেখালাম। আমাদের ছেড়ে দেওয়া হলো।

যিশুর সময়ে ইহুদি সমাজে ক্রুশ ছিল লজ্জার ব্যাপার ঘৃণার বস্তু, শাস্তির প্রতীক। কোন ব্যক্তি জঘন্য অপরাধ করলে তাকে ক্রুশে টাঙিয়ে হত্যা করা হতো। এটাই ছিল লজ্জাজনক মৃত্যু। প্রভু যিশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে ক্রুশ মৃত্যুর অর্থটাই পাল্টে দিলেন এখন ক্রুশ কোন লজ্জার বিষয় নয় বরং গৌরবের বিষয়। গর্বের বিষয়। তাইতো এখন ক্রুশের এত ব্যবহার দেখি- গলায় ক্রুশ, ঘরে ক্রুশ, গির্জায় ক্রুশ,স্কুলে ক্রুশ আর কবর স্থানে তো ক্রুশ আর ক্রুশ। আমরা এখন গর্বের সঙ্গে,আনন্দের সঙ্গে ক্রুশ ব্যবহার করি। আমরা কতবার যে ক্রুশের চিহ্ন করি তা কি ভেবে দেখেছি? ভোরে উঠে ক্রুশের চিহ্ন করি, রাতে শোবার সময় করি, প্রার্থনা এবং খ্রিস্টযাগের শুরুতে এবং শেষে করি।

ক্রুশের দুইটা অংশ রয়েছে একটি লম্বালম্বি অপরটি পাশাপাশি। লম্বালম্বির মানে ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বা আমার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক। পাশাপাশিটার মানে প্রতিবেশির সাথে আমার সম্পর্ক। প্রতিবেশির সাথে আমার সম্পর্ক যত ভাল হবে ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বা আমার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক তত ভাল হবে। প্রতিবেশির সাথে আমার সম্পর্ক যত খারাপ হবে ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বা আমার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক ভাল হবে না। সাধু যোহন বলেন- তোমার প্রতিবেশি যাকে তুমি দেখতে পাও তাকে যদি ভালোবাসতে না পার, তাহলে ঈশ্বর যাকে তুমি দেখতে পাও না তাকে তুমি কিভাবে ভালোবাসবে? সুতরাং সাবধান হও, কষ্ট হলেও তোমার প্রতিবেশির সঙ্গে সৎভাব বজায় রাখো, তাহলে ঈশ্বর তোমাকে অনেক আশীর্বাদ করবেন। অনেক ভালবাসবেন॥

কেমন তোমার প্রভু এঁকেছি!

নিলুফা জেকলিন বাস্কে

দেখা হবে

তৃণা ক্রুশ

আমি সব সময় তোমায় ভালোবাসি
যদিও কষ্টের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে
মনের নদী শুকিয়ে
একাকার হয়ে যায়
জীবনের এই সুদীর্ঘ চলার পথে।

শীতকাল কেটে গিয়ে গরম আসে
গরম কেটে বরফ পড়া
শুরু হয় যতক্ষন
না আকাশ পাতাল এক হয়
আমার ভালবাসা থাকবে অক্ষয়।

বসন্তকালে পাখীরা এসে
গাছে বাসা বাধে
নতুন ডগায় কচি কলিতে ফুল ফোটে

গ্রীষ্মের আগমনে পাখীরা
হারিয়ে যায়
নতুন স্বপ্নে তুমিও হারাও
আমায় ফেলে।

আশা করি আমি জীবনের
শেষ দিনও
থাকবে তুমি আমার পাশে
চলার পথে
দেখতে যদিও না পাই
তোমাকে দু'নয়নে
জীবনের শেষে দেখা হবে
প্রেমের রাজ্যে॥

মান্দি উপাসনা সঙ্গীত কোর্স ২০২৩

ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা ▯ গত ২৪ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ভালুকাপাড়া ধর্মপল্লীতে তিনদিন ব্যাপী খ্রিস্টীয় উপাসনা বিষয়ক সেমিনার ও মান্দি উপাসনা সঙ্গীত কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশীয় উপাসনা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত উক্ত সেমিনার ও সঙ্গীত কোর্সে বিড়ইডাকুনী, গাজির ভিটা, ঢাকুয়া, ধাইর পাড়া, রাণীখং ও ভালুকাপাড়া ধর্মপল্লী হতে ৬২ জন যুবক-যুবতী ও সঙ্গীত পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের প্রথ মদিন পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে ভালুকাপাড়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার অঞ্জন জাম্বিল উক্ত কোর্সের শুভ উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। পরে পর্যায়ক্রমে উপাসনা বিষয়ক আলোচনা এবং উপাসনায় ব্যবহৃত মান্দি গানের চর্চা শুরু হয়। তিন দিনের কোর্সে আন্না দালবৎ, বিপুল রিছিল, আলপনা চিরান, সুপার চিসিম এবং ফাদার সামুয়েল পাঠাং সেশন পরিচালনা করেন। ২৬ জুলাই ফাদার কামিলুস রেমার আচিক ভাষায় খ্রিস্টযাগ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে উক্ত তিনদিনের সেমিনার ও সঙ্গীত কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন কোর্স পরিচালক ফাদার রোদন হাদিমা॥

ধানজুড়ী ধর্মপল্লীতে যুব সেমিনার

ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু ▯ গত ২১ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের ধর্মপল্লী ধানজুড়ীতে ২৮০ জন যুবক যুবতীদের নিয়ে যুব সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের মূলসুর ছিল "যুবক, আমি তোমাকে বলছি ওঠ।" ধানজুড়ি, কুদবীর, মারীয়ামপুর ও নিজপাড়া ধর্মপ্ললীর যুব ভাইবোনেরা এ সেমিনারে অংশ গ্রহণ করে। প্রথমে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী ফাদার, সিস্টার, ডিকন, ব্রাদারদের পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। তারপর ফাদার মানুয়েল হেম্ব্রম 'মণ্ডলী ও আমার আহ্বান' সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। ফাদার ফ্রান্সিস মুর্মু "আমার সমাজ গঠনে আমার ভূমিকা" বিষয়ে কথা বলেন। ফাদার সিলাস মুর্মু মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন। তিনি যুবদের ভাল কাজ করার জন্য, সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য, মণ্ডলীর কাজে অংগ্রহণ করার জন্য সুন্দর দিক নির্দেশণা দান করেন। তারপর দলীয় আলোচনার জন্য দল ভাগ করে দেওয়া হয়। দলীয় আলোচনায় প্রত্যেক দলে ফাদার, সিস্টার, ডিকন, ব্রাদারগণ একজন করে ছিলেন। যার কারণে দলীয় আলোচনায় তারা সবাই স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। দলীয় আলোচনা শেষে ব্যানার নিয়ে আনন্দ শোভাযাত্রা করা হয়। অতঃপর, প্রীতিভোজ হয়। বিকালে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা নামার পূর্ব মুহূর্তে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে যুব সেমিনার সমাপ্ত করা হয়॥

ধানজুড়ী ধর্মপল্লীতে কাটেখিস্ট মাস্টারদের সেমিনার

ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু ▯ গত ৪ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের ধর্মপল্লী ধানজুড়ীতে ৯০ জন কাটেখিস্ট মাষ্টারদের নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ধানজুড়ি ছাড়াও মারীয়ামপুর ও কুদবীর ধর্মপ্ললীর কাটেখিস্ট মাষ্টারগণ এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে এ সেমিনার শুরু করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন ধানজুড়ি ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার মানুয়েল হেম্ব্রম। উপদেশ প্রদান করেন ফাদার আলবার্ট সরেন। তিনি খুব সুন্দর সাবলীল উপদেশ বাণী প্রদান করেন। সেই সাথে তিনি কিভাবে কাটেখিস্ট মাষ্টারগণ মিলন, অংশগ্রহণ

ও প্রেরণকর্মে জড়িত তা সহভাগিতা করেন। একই দিনে সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব থাকায় যাজকদের শুভেচ্ছা দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে ঢাকা থেকে আগত ও সেমিনারে অংশগ্রহণকারী ফাদার সিস্টারদের পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। তারপর ফাদার মানুয়েল হেম্ব্রম ও ফাদার সিলাস মুর্মু দুটি সেশনে ক্লাস প্রদান করেন। এছাড়াও দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের শিশু মঙ্গলের আহ্বায়ক ফাদার জসিম ফিলিপ মুর্মু, সিস্টার সিসিলিয়া এসসি, সিস্টার মারীয়া দাস সিআইসি, সিস্টার ঝুমা সালেসিয়ান, তারাও কাটেখিস্টদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। সেমিনারের শেষে সবাইকে ছাতা উপহার দেওয়া হয়। অতঃপর, প্রীতিভোজের মধ্যদিয়ে কাটেখিস্টদের সেমিনার সমাপ্ত করা হয়॥

ভারতের মনিপুর রাজ্যে সংগঠিত ঘটনার বিষয়ে ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

স্বপন রোজারিও ▯ ভারতের মনিপুর রাজ্যে খ্রিস্টানদের উপর পরিচালিত হত্যাকাণ্ড, অমানবিক নির্যাতন-নিষ্পেষণের বিষয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এবং প্রতিবাদ জানানোর জন্য বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল ভারতীয় হাই কমিশনের মিনিস্টার শ্রী রাজেশ কুমার অগ্নিহোত্রী-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এই সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, মহাসচিব হেমন্ত আই কোড়াইয়া, যুগ্ম-মহাসচিব জেমস সুব্রত হাজরা, আইন বিষয়ক সম্পাদক এবং কাক্‌কো লিঃ এর চেয়ারম্যান পংকজ গিলবার্ট কস্তা, এসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক থিওফিল রোজারিও। এছাড়াও, এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক। প্রতিনিধি দলটি এ সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী এবং ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী প্রণয় ভার্মা বরাবরে বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলী এবং বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ২টি প্রতিবাদ লিপি হস্তান্তর করেন। প্রতিনিধি দলটি আশা প্রকাশ করেছেন ভারত সরকার মনিপুরে সংঘটিত বেদনাদায়ক হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন-নিষ্পেষণের সুষ্ঠু বিচার নিশ্চত করবেন এবং সকল পক্ষকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে সেখানে শান্তি ও সহাবস্থান নিশ্চিতে কার্যকর উদ্যোগ এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রতি উত্তরে শ্রী রাজেশ কুমার অগ্নিহোত্রী বলেন, আপনাদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার কথা আমরা দিল্লীকে জানাবো। দিল্লী এ বিষয়ে অবশ্যই কার্যকর উদ্যোগ এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আমরা চাই ভারতে সকল ধর্ম, বর্ণ এবং জাতিগোষ্ঠীর মানুষ সহাবস্থান ও সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করুক। আমাদের সরকার এই বিষয়ে সর্বদাই সর্তক এবং সচেতন রয়েছে॥

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের মেজর সেমিনারীয়াদের মিলন মেলা-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

জের্ভাস গাব্রিয়েল মুর্মু ▯ বিগত ২১-২৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের মেজর সেমিনারীয়াদের মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

২২ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রেগরী মুকুট বিশ্বাসেরপ প্রার্থনার মধ্যদিয়ে দিনের শুরু হয়। অনুষষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মার্ডী, ফাদার শ্যামল গমেজ, ফাদার উইলিয়াম মুরমু, ফাদার লিপন প্যাট্রিক রোজারিও, ফাদার বিশ্বনাথ মার্ডী, ফাদার শংঙ্কর ডমিনিক গমেজ, অধ্যক্ষ, স্কুল এন্ড কলেজ, বনপাড়া এবং ১৭ জন বনানী সেমিনারীয়ান।

শুরুতেই ফাদার লিপন প্যাট্রিক রোজারিও শুভেচ্ছা বাণী ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন। ফাদার শংঙ্কর ডমিনিক গমেজ "বর্তমান বাস্তবতায় গঠন প্রার্থী হিসেবে আহ্বান জীবনে কীভাবে আমরা আরো দায়িত্বশীল, পরিপক্ক ও যত্নবান মানুষ হতে পারি এবং আহ্বান বৃদ্ধি লক্ষে আমাদের করণীয় কী?" এই মূলসূর উপর সহভাগিতা করেন। তারপর বনানী সেমিনারীয়ানদের পক্ষ থেকে শিবলাল মার্ডী, বনানীর কার্যক্রম ও পড়াশুনার বিষয়ে সহভাগিতা করেন, সামুয়েল মিঠুন গমেজ, হৃদয় পিউরিফিকেশন, নয়ন পালমা ও পিতর হেম্ব্রম পালকীয় কাজের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন। এরপর সহভাগিতা রাখেন ফাদার বিশ্বনাথ মার্ডী। ফাদার উইলিয়াম মুরমু তার ব্যক্তিগত সহভাগতিা তুলে ধরেন সবার সামনে। ফাদার ফাবিয়ান মার্ডী বলেন, "তোমাদের আহ্বান ঠিক রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাও এবং পরস্পরের সহযোগিতার মধ্যদিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাও॥"

চড়াখোলায় স্বর্গোন্নীতা মা মারীয়ার পর্বোৎসব পালন

সুনীল পেরেরা ▯ গত ১২ আগস্ট রোজ শনিবার ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, তুমিলিয়া ধর্মপল্লীস্থ চড়াখোলা গ্রামের স্কুল ঘরে স্বর্গোন্নীতা মা মারীয়ার পর্বোৎসব যথাযোগ্য ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ভাবে পালন করা হয়। পর্বের আগে তিন দিনের নভেনা করা হয়। চড়াখোলার নির্মাণাধীন গির্জার প্রতিপালিকা স্বর্গোন্নীতা মা মারীয়া। চড়াখোলায় নতুন গির্জা ঘর নির্মাণাধীন রয়েছে তাই স্কুল ঘরে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই। সহার্পিত খ্রিস্টযাগে আরও সহায়তা করেন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার যাকোব গমেজসহ আরো কয়েকজন যাজক। আর্চবিশপ মহোদয় তার উপদেশ বাণীতে মা মারীয়ার নানাবিধ গুণাবলী অত্যন্ত সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করেন। খ্রিস্টযাগে প্রায় দুই হাজার খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

পর্বের অনুষ্ঠানে সার্বিক সহায়তা দিয়েছেন চড়াখোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সিস্টারগণ, চড়াখোলা খ্রিস্টান যুব কল্যাণ সমিতি, চড়াখোলা গির্জা কমিটি এবং গ্রামবাসী।

খ্রিস্টযাগের পর আশীর্বাদিত পর্বীয় বিস্কুট বিতরণ করা হয়। গানের মাধ্যমে আর্চবিশপ মহোদয়কে মাল্যদান করা হয়। খ্রিস্টযাগের পর আর্চবিশপ মহোদয় স্থানীয় ভক্তগণের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি গির্জার অনুদান নিয়ে গঠনমূলক পরামর্শ দেন। মধাহ্নভোজের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়॥

মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত
কোড: ৫০০১২৩, EIIN-১৩২৩০৯
৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

(কারিতাস অঞ্চল ভিত্তিক)

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর নির্দেশনা মোতাবেক মট্‌স এর ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের (২০তম ব্যাচ) কার্যক্রম শুরু হবে। কারিতাসের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাসের কর্ম এলাকা, ধর্মপল্লী ও আদিবাসী দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের আংশিক স্টাইপেন্ডের মাধ্যমে অটোমোবাইল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স, মেকানিক্যাল ও সিভিল টেকনোলজিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। কারিতাস আঞ্চলিক অফিস সমূহের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা হবে। এ ব্যাপারে আগ্রহী প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট কারিতাস আঞ্চলিক অফিসসমূহে **৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের** মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো।

-: কারিতাস আঞ্চলিক অফিসসমূহে যোগাযোগের ঠিকানা :-

আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদি, বরিশাল - ৮২০০ ফোন: (০৪৩১)৭১৬১৯ মোবা: ০১৭১৯-৯০৯৪৮৬	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল ১/ই বায়েজিদ বোস্তামী রোড (মিমি সুপার মার্কেটের পিছনে) পুর্ব নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম ফোন: (০৩১)৬৫০৬৩৩ মোবা: ০১৮১৫-০০৫২২৮	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি-১/ডি, পল্লবী, মিরপুর - ১২ ঢাকা-১২১৬ ফোন: +৮৮০-২-৯০০৭২৭৯ মোবা: ০১৯৫৫-৫৯০৬৫৫	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পশ্চিম শিবরামপুর পি. ও.বক্স-৮ দিনাজপুর - ৫২০০ ফোন: (০৫৩১) ৬৫৬৭৩ মোবা: ০১৭১৩-৩৮৪০৫৫
আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস খুলনা অঞ্চল রূপসা ষ্ট্র্যান্ড রোড খুলনা - ৯১০০ ফোন: (০৪১) ৭২২৬৯০ মোবা: ০১৭১৮ - ৪০৪৩৮২	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫ ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ - ২২০০ ফোন: (০৯১) ৬১৭৯৩ মোবা: ০১৭১৮-২৭১৭৩২	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল পি.ও. বক্স-১৯ মহিশবাথান, রাজশাহী - ৬০০০ ফোন: (০৭২১) ৭৭৪৬১০ মোবা: ০১৭৯১-৬৯৪৬০১	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস সিলেট অঞ্চল সুরমাগেট খাদিমনগর সিলেট - ৩১০৩ ফোন: (০৮২১) ২৮৭০০৫১ মোবা:০১৯৮০-০০৮৪২৯

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আবেদন করার নিয়ম :

১. এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় সর্বনিম্ন জিপিএ ২.৫০ (সকল বিভাগের জন্য প্রযোজ্য)।
২. সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত আবেদন পত্র।
৩. সদ্যতোলা পাসপোর্ট আকারের ২ কপি রঙিন ছবি।
৪. এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাশের প্রশংসাপত্র, নম্বরপত্র অথবা অন-লাইন কপি, প্রবেশপত্র ও জন্মনিবন্ধন এর সত্যায়িত ফটোকপি।

উপরোক্ত নিয়মাবলী কেবলমাত্র আঞ্চলিক কোটায় যারা ভর্তি হয়ে মট্‌স ক্যাম্পাসে অবস্থান করে পড়াশুনা করবে তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

এছাড়া অনাবাসিক শিক্ষার্থী (বাইরে অবস্থান করে) হিসেবে উপরোক্ত যেকোন টেকনোলজিতে মট্‌স এ পড়াশুনা করার সুযোগ রয়েছে। আগ্রহী প্রার্থী ভর্তির জন্য সরাসরি অথবা অনলাইনে মট্‌স এর সাথে যোগাযোগ করে ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা)
মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল ঃ ০১৩২৯-৬৩৯৫২১, ০১৩২৯-৬৩৯৫২২, ০১৩২৯-৬৩৯৫২৩
E-mail: general@mawts.org, mte@ mawts.org, Website : www.mawts.org

মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

বিজ্ঞ/২৫১/২৩

জেরী প্রিন্টিং প্রেস

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টিংপ্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি প্রতিষ্ঠান। প্রথমদিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক। **খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়।** এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর মান উন্নয়ন, মাণ্ডলিক শিক্ষা, আধ্যাত্মিক ও মানসিক গঠনের লক্ষ্যে আপনাদের সুচিন্তিত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী (প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, কলাম, ছোটদের আসর, সাহিত্য মঞ্জুরী, খোলা জানালা, সংবাদ ও পত্রবিতান) লেখা আজই পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।

৩. লেখা অবশ্যই কম্পোজ করে, SutonnyMJ এবং ফন্টে windows 7-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

৪. লেখা মানসম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়। মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তাছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।

৫. স্থানীয় সংবাদগুলো ভাল রেজ্যুলেশনপূর্ণ ছবিসহ পাঠানোর আবেদন রাখছি। স্থানীয় সংবাদগুলো অবশ্যই তথ্যপূর্ণ (বিষয়বস্তু, কারা জড়িত, কোথায় ঘটেছে, মূল বক্তব্য, পরিসংখ্যান ইত্যাদি) ও সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ, ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com *- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ২৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 29
Regd. No. DA-34
❖ 20 - 26 August, 2023, ৫ - ১১ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

পরম শ্রদ্ধেয় মন্সিনিয়র কেভিন রানডালকে প্রাণঢালা

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

১৩ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস, পরম শ্রদ্ধেয় মন্সিনিয়র কেভিন রানডালকে বাংলাদেশে ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

মন্সিনিয়র কেভিন রানডাল ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে, আমেরিকার কানেক্টিকাট রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। ২৫ জুলাই, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি নরউইচ ধর্মপ্রদেশে যাজক পদে অভিষিক্ত হন। তিনি ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই থেকে ভাতিকানের কূটনীতিক হিসেবে সেবা দিয়ে আসছেন। তিনি রুয়ান্ডা, সার্বিয়া, স্লোভেনিয়া, পেরু, দক্ষিণ আফ্রিকা ও মেক্সিকোতে ভাতিকান দূতাবাসে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশে অ্যাপোস্টলিক ন্যুনসিও হিসেবে নিয়োগের আগে, তিনি অস্ট্রিয়ার অ্যাপোস্টলিক ন্যুনসিওর কাউন্সেলর ছিলেন।

তিনি ইংরেজী ভাষার পাশাপাশি ফরাসি, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ এবং জার্মান ভাষায় পারদর্শী। এছাড়া তিনি মাণ্ডলিক আইন বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী মন্সিনিয়র কেভিন রানডালের সর্বাঙ্গিক মঙ্গল কামনা করছে।

শুভেচ্ছান্তে
খ্রিস্টভক্তগণ
যাজক, ব্রতধারী, ব্রতধারিণী
কার্ডিনাল ও বিশপগণ

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org